



## পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি



### ■ মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের তাৎপর্য :

মূলধন ব্যয় নির্ণয় একটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন, পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই এর আয়ের অনুপাতে ব্যয় তথা খরচ করতে হবে। অর্থাৎ যদি প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় এর আয়ের চেয়ে বেশি হয় তবে ব্যবসায় বতির সম্মুখীন হবে। একটি প্রতিষ্ঠানকে মূলধন ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যয় জেনে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করতে হবে। ব্যবসায়ের মূলধন কাঠামো অর্থাৎ মূলধনের কত অংশ ঋণ হবে, কত অংশ অভ্যন্তরীণ হবে তা নির্বাচনের বেত্রেও মূলধন ব্যয় নির্ণয় তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ দুটি বেত্রে মূলধন খরচের তাৎপর্য অপরিসীম। ১. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ও ২. মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত।

### ■ মূলধন ব্যয় নির্ণয় :

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস থেকে সংগ্রহ করে। এসব দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মূলধন, অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন, সাধারণ শেয়ার মূলধন এবং সংরক্ষিত আয় অন্যতম।

**ক. ঋণ মূলধন ব্যয় :** ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নিজস্ব মূলধনের সাথে ঋণ মূলধনও প্রয়োজন হয়। ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে গেলে কোম্পানিকে সেই মূলধনের জন্য খরচ বহন করতে হয়। ঋণ মূলধন ব্যয় বলতে আমরা সাধারণত ঐ ঋণের জন্য দেয় সুদের হারকে বুঝে থাকি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত ঋণ মূলধন বাবদ যে পরিমাণ সুদ পরিশোধ করে তা করপূর্ব মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের করযোগ্য মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কোম্পানিকে কর দিতে হয়। সুবিধা বিবেচনা করে করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়কে সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়। নিচে বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে করপূর্ব মুনাফাকে সমন্বয় করা হয় :

$$\text{কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ} = \text{করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়} \times (1 - \text{কর হার})$$

**খ. অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় :** অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ধারণ ঋণ মূলধনের ব্যয় নির্ধারণ থেকে আলাদা। অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ এবং শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের অনুপাত নির্ণয় করলে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় পাওয়া যায়। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের খরচ নির্ণয় করার জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে, বন্ডের সুদের মতো অগ্রাধিকার লভ্যাংশ কর বাদযোগ্য খরচ নয়। তাই অগ্রাধিকার শেয়ারের খরচ বের করার জন্য কোনো প্রকার কর সমন্বয় এর দরকার হয় না। অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ধারণের সূত্র হলো :

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times 100$$

**গ. সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় :** কোম্পানির শেয়ার মালিকরা সাধারণত লভ্যাংশ এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি থেকে লাভ প্রাপ্তির আশায় শেয়ার কিনে। ফলে শেয়ার মূলধনের ব্যয় বলতে বিনিয়োগকারীদের বা শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিজনিত লাভ থেকে প্রত্যাশিত আয়ের হারকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। নিম্নে দুটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

**i. শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি :** এটি মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের একটি সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মনে করা হয় কোম্পানি বর্তমান বছরে যে লভ্যাংশ দিয়েছে ভবিষ্যৎ বছরগুলোতেও সমপরিমাণ লভ্যাংশ ঘোষণা করবে। শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির সূত্র হলো :

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \frac{\text{লভ্যাংশ}_1}{\text{শেয়ার মূল্য}_0}$$

এখানে,

$$\text{লভ্যাংশ}_1 = \text{বছরের শেষে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}$$

$$\text{শেয়ারমূল্য}_0 = \text{শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য}$$

**ii. স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি :** সাধারণত কোম্পানিগুলো একেক বছর বিভিন্ন হারে লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি, যাতে ধরে নেয়া হয় যে কোম্পানি প্রতিবছর সমপরিমাণ লভ্যাংশ দেয় না। এ পদ্ধতির অনুমিত শর্ত হলো কোম্পানির

লভ্যাংশ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির হার প্রতিবছর একই পরিমাণ থাকবে। নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা যায় :

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \frac{\text{লভ্যাংশ}_y}{\text{শেয়ার মূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধির হার}$$

এখানে,

$$\text{লভ্যাংশ}_y = \text{লভ্যাংশ}_0 (1 + \text{বৃদ্ধির হার})$$

$$\text{লভ্যাংশ}_0 = \text{বর্তমান বছরের লভ্যাংশ}$$

$$\text{শেয়ার মূল্য}_0 = \text{শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য}$$

$$\text{বৃদ্ধির হার} = \text{লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার}।$$

ঘ. **সঞ্চিত আয়ের ব্যয়** : কোম্পানি প্রতিবছর যে পরিমাণ টাকার মুনাফা অর্জন করে সেটির পুরোটা শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন না করে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে দেয়। এটাই সঞ্চিত আয়। সঞ্চিত আয়ের আপাতদৃষ্টিতে কোনো ব্যয় না থাকলেও এর একটি সুযোগ ব্যয় রয়েছে। সঞ্চিত আয়টুকু শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করলে শেয়ার মালিকরা সেই অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত আয় করতে পারতো। এখানে অতিরিক্ত আয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই হচ্ছে সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয়।

## ■ গড় মূলধনি ব্যয় :

যখন কোনো কোম্পানি বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে, তখন মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য সবগুলোর গড় অর্থাৎ সব উৎসের ব্যয় বের করে তারপর কোম্পানির সর্বমোট মূলধনে প্রতিটি উৎসের কত অংশ তা বের করতে হবে। প্রতিটি শতাংশ দিয়ে উৎসের ব্যয়কে গুণ করে গুণফলের যোগফল করলে তাই হবে কোম্পানির মূলধনের গড় ব্যয়।



## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



- বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত আয়কে ব্যবসায়ে কী বলা হয়?
  - মূলধন ব্যয়
  - মুনাফার হার
  - বিনিয়োগের সুদ
  - তহবিলের উৎস
- নিচের কোনটি দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের অন্যতম উৎস?
  - বাণিজ্যিক ব্যাংক
  - অর্জিত লভ্যাংশ
  - ব্যবসায়িক ঋণ
  - সঞ্চিত তহবিল
- ঋণ মূলধন ব্যয়ের পত্রের সুবিধা কোনটি?
  - মুনাফা বৃদ্ধি
  - সুদ হ্রাস
  - কর হ্রাস
  - তহবিল বৃদ্ধি
- মূলধন মিশ্রণ নির্বাচনে গুরুত্ব দেওয়া হয়—
  - সর্বোচ্চ ঋণের সুবিধা
  - কাম্য ঋণনীতি
  - সর্বনিম্ন মূলধন ব্যয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - i ও ii
  - i ও iii
  - ii ও iii
  - i, ii ও iii
- নানু মিয়া ১২% সুদে ২ লব টাকা ঋণ নিয়ে ফার্মেসী ব্যবসায় শুরব করে। কর হার ১২% হলে তার কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ কত?
  - ১০.৫৬%
  - ১২%
  - ১৩.৪৪%
  - ২৪%
- শবনম লিং প্রতিটি ৫,০০০ টাকা মূল্যের ৯% অগ্রাধিকার শেয়ার ১০% কম মূল্যে বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। শবনম লিং-এর মূলধন ব্যয় কত?
  - ৯%
  - ১০%
  - ১১.১১%
  - ১৯%
 নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 জনাব টুটুলের ব্যবসায়ের মোট মূলধন ১ কোটি টাকা যার ৬০% নিজস্ব এবং অবশিষ্টাংশ ১৫% ঋণ। তিনি ২০% মুনাফায় বিনিয়োগ সুবিধা পেয়ে মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করেন। ফলে ঋণ ও নিজস্ব তহবিলের বিপরীত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়?
  - বর্তমানে টুটুলের ব্যবসায়ের ঋণ মূলধন কত?
    - ২০ লব
    - ৪০ লব
    - ৬০ লব
    - ৭৫ লব
  - মূলধন কাঠামো পরিবর্তনে জনাব টুটুল বিবেচনা করেছেন—
    - তহবিলের সুযোগ ব্যয়
    - গড় মূলধন ব্যয়
    - সর্বনিম্ন মূলধন ব্যয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
    - i ও ii
    - i ও iii
    - ii ও iii
    - i, ii ও iii



## অভিন্ন ধাপে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? [স. বো. '১৫]
  - অবচয়
  - মূলধন আয়
  - মুনাফা খরচ
  - মূলধন খরচ
- ১০০ কোম্পানির ১০০ টাকা লিখিত মূল্যের শেয়ারের বাজারমূল্য ১৫০ টাকা। শেয়ারের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ ১৫% হলে মূলধন ব্যয় কত? [স. বো. '১৫]
  - ৮%
  - ১০%
  - ১২%
  - ১৫%



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



ভূমিকা ■ পৃষ্ঠা-৫৯

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১. মূলধন ব্যয় কী? (জ্ঞান)
- ☐ সঞ্চিত তহবিলে জমা  
☐ সঞ্চিত তহবিল হতে আয়  
● সঞ্চিত তহবিলের ব্যয়  
☐ সঞ্চিত তহবিলের ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণ
১২. বিভিন্ন উৎস থেকে সঞ্চিত তহবিলের ব্যয়কে কী বলে? (জ্ঞান)
- ☐ চলতি ব্যয় ☐ স্থায়ী ব্যয় ● মূলধন ব্যয় ☐ উৎপাদন ব্যয়
১৩. তহবিলের যোগানদাতাদের প্রত্যাশিত আয় প্রতিষ্ঠানের নিকট কী হিসেবে বিবেচিত? (জ্ঞান)
- ☐ মূলধন আয় ● মূলধন ব্যয়  
☐ স্থায়ী ব্যয় ☐ প্রদেয় লভ্যাংশ
১৪. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন ব্যয় হিসেবে গণ্য হয় কোনটি? (জ্ঞান)
- ☐ মুনাফা থেকে প্রাপ্ত হয়  
● মূলধন সরবরাহকারীদের প্রত্যাশিত আয়  
☐ নিজস্ব তহবিল থেকে প্রাপ্ত আয়  
☐ স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয় হতে আয়
১৫. প্রতিটি তহবিলের উৎসের মূলধন ব্যয় পৃথকভাবে নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় কেন? (উচ্চতর দরজা)
- উৎসসমূহের মূলধন ব্যয় সমান না হওয়ায়  
☐ বিনিয়োগের বিশাল আকার হওয়ায়  
☐ ব্যবসায়ের পণ্য উৎপাদন বমতা সম্প্রসারণ না হওয়ায়  
☐ নগদ প্রবাহ সমস্যার বিবেচিত হওয়ায়
১৬. তহবিল সরবরাহকারীর নিকট যেটি আয়, তহবিল সঞ্চয়কারীর নিকট সেটি কী হিসেবে বিবেচিত? (জ্ঞান)
- ☐ মূলধনী আয় ● মূলধন খরচ  
☐ মুনাফা ☐ রাজস্ব ব্যয়
১৭. বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত আয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কোনটি হিসেবে গণ্য হয়? (অনুধাবন)
- মূলধন খরচ ☐ প্রত্যক খরচ  
☐ পরোক্ষ খরচ ☐ প্রশাসনিক খরচ
১৮. সাগর মোটর সাইকেল কেনার জন্য ১৫% হারে ঋণ নিল। এবেত্রে তার মূলধন খরচ কত হবে? (প্রয়োগ)
- ☐ ১০% ● ১৫%  
☐ ২০% ☐ ২৫%
১৯. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বা একাধিক উৎস থেকে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংস্থান করে? (জ্ঞান)
- ☐ অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ☐ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান  
☐ মাঝারি প্রতিষ্ঠান ● বড় প্রতিষ্ঠান
২০. অর্থায়নের বিভিন্ন উৎসের জন্য প্রত্যাশিত আয়ের হারকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
- ☐ মূলধন বাজেটিং ☐ মূলধন কাঠামো  
☐ উপরিব্যয় ● মূলধন ব্যয়
২১. কোনো কোম্পানির মূলধন তহবিলের উৎস যদি দুটি হয়, তবে তার মূলধন খরচ কীভাবে নির্ণয় করতে হয়? (উচ্চতর দরজা)
- ☐ দুটি মূলধন উৎসের খরচের যোগফল দ্বারা  
☐ দুটি মূলধন উৎসের খরচের বিয়োগফল দ্বারা  
☐ দুটি মূলধন উৎসের খরচের গুণফল দ্বারা  
● দুটি মূলধন উৎসের খরচের গড় দ্বারা

২২. বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজনীয় তহবিল একাধিক উৎস থেকে সংস্থান করে। সেবেত্রে প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরচ হিসেবে কীভাবে বিবেচিত হবে? (উচ্চতর দরজা)
- ☐ সর্বনিম্ন উৎসের মূলধন খরচের হার হিসেবে  
☐ সর্বোচ্চ উৎসের মূলধন খরচের হার হিসেবে  
☐ সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উৎসের মূলধন খরচের গড় হার হিসেবে  
● সবগুলো উৎসের মূলধন খরচের গড় হার হিসেবে
২৩. অর্থ সরবরাহকারীদের প্রত্যাশিত আয়ের ভিন্নতার কারণে কোনটির ভিন্নতা দেখা দেয়? (অনুধাবন)
- ☐ মূলধন নীতি ● মূলধন ব্যয়ের হার  
☐ শেয়ার গ্রাহক সংখ্যা ☐ মার্কেটিং পলিসি
২৪. একটি কোম্পানির শেয়ার বিক্রি উৎসের মূলধন খরচ ১৮% এবং ব্যাংক ঋণ উৎসের মূলধন খরচ ১২% হলে, কোম্পানির গড় মূলধন খরচ কত? (প্রয়োগ)
- ☐ ৩০% ☐ ৬% ● ১৫% ☐ ১২%
২৫. আলম কোল্ড ড্রিংকস লিমিটেড এর শেয়ার মূলধন ১০ লব টাকা এবং শেয়ারমালিকরা তাদের বিনিয়োগ থেকে ২০% আয় প্রত্যাশা করে। কোম্পানির মূলধন ব্যয় কত? (প্রয়োগ)
- ☐ ১০% ● ২০% ☐ ১৮.৫৬% ☐ ১৫.৫%
২৬. কোনো কোম্পানির মূলধন খরচ যদি ২০% হয়, তবে প্রতিষ্ঠানটিকে তার বিনিয়োগ হতে ন্যূনতম আয় কত অর্জন করতে হবে? (প্রয়োগ)
- ☐ ১০% ● ২০% ☐ ৩০% ☐ ৪০%
২৭. বিভিন্ন উৎস হতে সঞ্চিত মূলধনের মালিকদের প্রত্যাশিত আয় মেটাতে প্রতিষ্ঠানকে তার বিনিয়োগের ওপর সর্বনিম্ন হারে আয় প্রয়োজন, সে হারকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
- ☐ মূলধন ☐ মূলধন আয় ● মূলধন খরচ ☐ মূলধন মজুদ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে থাকে- (অনুধাবন)
- i. বন্ড বিক্রির মাধ্যমে ii. ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে  
iii. ডিমান্ড ড্রাফট বিক্রির মাধ্যমে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii ☐ i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii
২৯. মূলধন ব্যয় ধারণার সাথে জড়িত- (অনুধাবন)
- i. অর্থায়নের বিভিন্ন উৎসের ব্যয় ii. অর্জিত নিট মুনাফা  
iii. বিনিয়োগকৃত লভ্যাংশ  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ☐ i ও ii ● i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii
৩০. ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনের সংস্থান করলে মূলধন ব্যয় নির্ণয় সহজ হয়। কারণ এবেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় হবে- (উচ্চতর দরজা)
- i. ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদের হার  
ii. বাৎসরিক ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদের হার  
iii. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধার্যকৃত সুদের হার  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ☐ i ও ii ● i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii
৩১. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের মূলধন ব্যয় নিবু পণ করে। কারণ- (অনুধাবন)
- i. প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎস হতে অর্থায়ন করে  
ii. বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় সমান  
iii. বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় ভিন্ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

### মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের তাৎপর্য ■ পৃষ্ঠা-৫৯

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মূলধন ব্যয় নির্ণয় কেন প্রয়োজন? (অনুধাবন)  
Ⓐ মোট মূলধন নির্ণয়ের জন্য  
Ⓑ মোট মুনাফা নির্ণয়ের জন্য  
Ⓒ মোট অবচয় নির্ণয়ের জন্য  
● অর্থায়নের সঠিক উৎস নির্ণয়ের জন্য
৩৩. মূলধন খরচ প্রয়োগের পরিধি কতটুকু? (অনুধাবন)  
Ⓐ অর্থায়নের উৎস চিহ্নিতকরণ পর্যন্ত  
Ⓑ বিনিয়োগের উৎস নির্বাচন পর্যন্ত  
Ⓒ মূলধন ব্যয়ের হার নির্ধারণ পর্যন্ত  
● প্রকল্পের মূল্যায়ন পর্যন্ত
৩৪. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)  
Ⓐ মোট সম্পদ নির্ণয়ের জন্য    Ⓑ নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য  
Ⓒ মানবসম্পদ পরিকল্পনার জন্য    ● বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য
৩৫. কাম্য ঋণনীতি বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)  
Ⓐ মূলধনের কত অংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করা  
Ⓑ মূলধনের কত অংশ নিজস্ব তহবিল থেকে সংগ্রহ করা  
Ⓒ মূলধনের কত অংশ অভ্যন্তরীণ তহবিল থেকে সংগ্রহ করা  
● মূলধনের কত অংশ ধার বা ঋণ থেকে সংগ্রহ করা
৩৬. ১৮% মূলধন ব্যয় সম্পন্ন কোনো কোম্পানি যদি ১০% আয় সম্পন্ন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করে, তাহলে উক্ত বিনিয়োগের পরিণাম কী? (প্রয়োগ)  
Ⓐ আয়-ব্যয় সমান    Ⓑ ১৮% হারে মুনাফা  
Ⓒ ১০% হারে মুনাফা    ● ৮% হারে বতি বহন
৩৭. তহবিলের খরচ অপেক্ষা কম লাভসম্পন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ফলাফল কি প? (উচ্চতর দরতা)  
Ⓐ অধিক মুনাফা    Ⓑ আয়-ব্যয় সমান  
● বৃহৎ আর্থিক বতি    Ⓒ স্বল্প মুনাফা
৩৮. সুমন ফার্মা ম্যাক ব্যাংক থেকে ১৬% সুদের হারে ৬০ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে একটি কারখানা চালু করে। পরবর্তীতে দেখা গেল প্রতিষ্ঠানটি ১০% হারে আয় করতে পারছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমন ফার্মার মূলধন ব্যয় কত হবে? (প্রয়োগ)  
Ⓐ ১৬%    Ⓑ ১২%    Ⓒ ১০%    Ⓓ ৮%
৩৯. মূলধনী ব্যয় অপেক্ষা বেশি লাভসম্পন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ফলাফল কী হতে পারে? (উচ্চতর দরতা)  
Ⓐ বৃহৎ আর্থিক বতি    Ⓑ ব্যবসায় ব্যর্থতা  
● মুনাফা অর্জন    Ⓒ নিশ্চিত লোকসান
৪০. কোথায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যিক? (অনুধাবন)  
Ⓐ যেখানে মুনাফা খরচ অপেক্ষা বেশি লাভ করা সম্ভব  
● যেখানে মূলধন খরচ অপেক্ষা বেশি লাভ করা সম্ভব  
Ⓒ যেখানে মুনাফা খরচ কাক্ষিত হার অপেক্ষা বেশি  
Ⓓ যেখানে মূলধন খরচ কাক্ষিত হার অপেক্ষা বেশি
৪১. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের নীতি থাকে? (জ্ঞান)  
Ⓐ শেয়ার নীতি    Ⓑ বণ্টননীতি    Ⓒ ঋণপত্র নীতি    ● কাম্য ঋণনীতি
৪২. কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের কত অংশ ঋণকৃত হওয়া লাভজনক তা নির্ণয় নীতিকে কী বলে? (জ্ঞান)  
Ⓐ কাম্য ঋণনীতি    Ⓑ খোলাবাজার নীতি  
Ⓒ মোট জমার হার নীতি    Ⓓ মূলধন নীতি
৪৩. সাইফুল ইসলামের আর্থিক তথ্যগুলো লব কর : (প্রয়োগ)  
শেয়ার মূলধন    ৫,০০,০০০ টাকা  
সোনালী ব্যাংক হতে ঋণ    ৪,০০,০০০ টাকা  
আত্মীয়স্বজন হতে ধার    ৫০,০০০ টাকা  
তার মোট মূলধন নির্ণয় কত?

- Ⓐ ৪,০০,০০০ টাকা    Ⓑ ৫,০০,০০০ টাকা  
● ৯,০০,০০০ টাকা    Ⓒ ৯,৫০,০০০ টাকা

৪৪. বিনিয়োগের ওপর সর্বনিম্ন যে হারে আয় হওয়া প্রয়োজন তাকে কী বলে? (অনুধাবন)  
Ⓐ মূলধন খরচ    Ⓑ মুনাফা খরচ    Ⓒ মূলধন আয়    Ⓓ মুনাফা আয়
৪৫. প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার জন্য কোনটি আবশ্যিক? (উচ্চতর দরতা)  
Ⓐ প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা  
Ⓑ প্রতিষ্ঠানের সঠিক বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা  
● প্রতিষ্ঠানের মূলধনী খরচ সঠিকভাবে নির্ণয় করা  
Ⓓ প্রতিষ্ঠানের মূলধনী আয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা
৪৬. মুমেন লিমিটেড একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য মোট মূলধনের ৫৫% ইকুইটি এবং ৪৫% ঋণ থেকে সংগ্রহ করে। এ অনুপাতের প্রেক্ষিতে মুমেন লিমিটেড কোনটি নির্ণয় করবে? (প্রয়োগ)  
Ⓐ সাধারণ শেয়ার মূলধন খরচ    Ⓑ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত খরচ  
● মূলধন কাঠামো খরচ    Ⓒ মূলধন বাজেটিং খরচ

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূলধন খরচের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সঠিক মূলধন খরচ নির্ণয় ছাড়া—(উচ্চতর দরতা)  
i. সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গঠন সম্ভব নয়  
ii. সঠিক মূলধন কাঠামো নির্বাচন করা যায় না  
iii. মুনাফা ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়
- নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
৪৮. ব্যবসায়ের সঠিক মূলধন কাঠামো নির্বাচনে ভূমিকা রাখে— (অনুধাবন)  
i. মূলধন ব্যয়  
ii. কাম্য ঋণ নীতি  
iii. ব্যবসায়ের মালিকের মূলধন
- নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কামাল সাহেব প্রাইম ব্যাংক থেকে ১৬% সুদের হারে ১ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। বছর শেষে প্রতিষ্ঠানের আয় হলো ১২%। এমতাবস্থায় ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় ব্যবসায়টি ব্যর্থ হয়।

৪৯. কামাল সাহেবের ব্যবসায়টি ব্যর্থ হলো কেন? (প্রয়োগ)  
Ⓐ সুদের হার বেশি হওয়ায়  
Ⓑ পরিকল্পনায় ঘাটতি থাকায়  
● বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সঠিক না হওয়ায়  
Ⓓ পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব হওয়ায়
৫০. কোন বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ণয় করলে কামাল সাহেবের ব্যবসায়টি সফল হতো? (উচ্চতর দরতা)  
Ⓐ সুযোগ ব্যয়    ● মূলধনী খরচ    Ⓒ উপরিব্যয়    Ⓓ প্রতিস্থাপন খরচ

### মূলধন ব্যয় নির্ণয় ■ পৃষ্ঠা-৬০

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সঠিক অর্থায়ন উৎস কোনটি? (জ্ঞান)  
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি তহবিল    ● দীর্ঘমেয়াদি তহবিল  
Ⓒ মধ্যমেয়াদি তহবিল    Ⓓ ৩ বছর মেয়াদি তহবিল



## অনুশীলনার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-১ ▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রিয়ম্ভী টেক্সটাইল লি. এর পরিশোধিত মূলধন ১০ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ার মূলধন ৫ কোটি টাকা, ৬% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ৩ কোটি এবং অবশিষ্ট ৮% ঋণ মূলধন। ২০১২ সালে কোম্পানি শেয়ার প্রতি ১ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের এবং তা প্রতিবছর ১০% বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মুনাফার বৃহৎ একটি অংশ দ্বারা ঋণ পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

- ক. ঋণ মূলধনের বেড়ে সুদের হারকে ব্যবসায়ের কী বলে?  
খ. 'বিনিয়োগ যত ঝুঁকিপূর্ণ প্রত্যাশিত আয় তত বেশি' ব্যাখ্যা কর।  
গ. প্রিয়ম্ভী টেক্সটাইলের গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর।  
ঘ. মুনাফা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা কোম্পানির জন্য লাভজনক হবে কিনা, তা মূল্যায়ন কর।

▶ ৬ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶ ৬

- ক. ঋণ মূলধনের বেড়ে সুদের হারকে ব্যবসায়ের ঋণ মূলধন ব্যয় বলে।  
খ. দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের প্রতিটি উৎসের বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত আয় এবং ঝুঁকির ধরনে ভিন্নতা আছে। এ প্রত্যাশিত আয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরচ হিসাবে গণ্য হয়। সাধারণত অর্ধে সরবরাহকারীরা তাদের বিনিয়োগকে যত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করবে তাদের প্রত্যাশিত আয়ের হারও তত বেশি হবে। কারণ বেশি ঝুঁকি বেশি মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে।  
গ. প্রিয়ম্ভী টেক্সটাইলের গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য প্রতিটি মূলধনের আলাদাভাবে ব্যয় নির্ণয় করতে হবে।  
প্রিয়ম্ভী টেক্সটাইলের গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো :

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}_y}{\text{শেয়ার মূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times ১০০$$

$$\text{এখানে, লভ্যাংশ}_y = \text{লভ্যাংশ}_0 + (১ + \text{বৃদ্ধির হার})$$

$$= ১ (১ + ০.১০)$$

$$\text{শেয়ার মূল্য}_0 = ১০ \text{ টাকা}$$

$$\text{বৃদ্ধির হার} = ১০\% = ০.১০$$

$$\therefore \text{সাধারণ শেয়ার মূলধন} = \left\{ \frac{১(১ + ০.১০)}{১০} + ০.১০ \right\} \times ১০০$$

$$= \left\{ \frac{১(১.১০)}{১০} + ০.১০ \right\} \times ১০০$$

$$= ২১\%$$

$$\text{ঋণ মূলধন ব্যয়} = ৮\%$$

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয়} = ৬\%$$

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন (কোটি টাকা)	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
সাধারণ শেয়ার	৫	২১%	$\frac{৫}{১০} = ০.৫$
অগ্রাধিকার শেয়ার	৩	৬%	$\frac{৩}{১০} = ০.৩$
ঋণ মূলধন	২	৮%	$\frac{২}{১০} = ০.২$
মোট	১০		

$$\therefore \text{গড় মূলধন ব্যয়} = (০.২১ \times ০.৫০) + (০.০৬ \times ০.৩০) + (০.০৮ \times ০.২০)$$

$$= ০.১০৫ + ০.০১৮ + ০.০১৬$$

$$= ০.১৩৯$$

$$= ১৩.৯\% \text{ (প্রায়)।}$$

অতএব, প্রিয়ম্ভী টেক্সটাইলের গড় মূলধন ব্যয় ১৩.৯০% (প্রায়)।

- ঘ. মুনাফার অংশ দিয়ে ঋণ পরিশোধ না করাই লাভজনক হবে। কোম্পানি প্রতিবছর যে পরিমাণ টাকায় মুনাফা অর্জন করে সেটির পুরোটা শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন না করে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে দেয়। এই সংরক্ষিত আয় লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে কোম্পানি তার ভবিষ্যৎ মুনাফা ও লভ্যাংশ বৃদ্ধি করতে পারে। উদ্দীপকের প্রিয়ম্ভী কোম্পানি সাধারণত অর্জিত মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা সঞ্চিতি তহবিল সৃষ্টি করে। এভাবে শেয়ারহোল্ডাররা সাধারণত কোনো আপত্তি জানায় না। কারণ উক্ত সঞ্চিতি পুনরায় ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয় যা কোম্পানির আয়কে বৃদ্ধি করার সাথে সাথে ভবিষ্যতে শেয়ার হোল্ডারদের অধিক লভ্যাংশ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করে। কিন্তু মুনাফার অংশ দ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ করা হয় তাহলে শেয়ারহোল্ডাররা উক্ত অর্থ পুনরায় বিনিয়োগ করলে যে আয় হতো তা থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে মূলধন বাজারে কোম্পানির শেয়ারমূল্য কমে যাবে যা কোনো কোম্পানির জন্য কখনোই কাঙ্ক্ষিত বা লাভজনক নয়।

সুতরাং, মুনাফা দ্বারা প্রিয়ম্ভী ট্রেডার্সের ঋণ পরিশোধ করা কোনোভাবেই লাভজনক হবে না।



## অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-২ ▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জেনেটিক কোম্পানি বর্তমান বছরের শেষে ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় এবং আগামী বছরগুলোতে এই লভ্যাংশ ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে কোম্পানিটি প্রত্যাশা করে। উল্লেখ্য যে, কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য ১২৫ টাকা।

- ক. করযোগ্য মুনাফা কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? ১  
খ. 'মূলধন ব্যয় নির্ণয় বিনিয়োগ সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত'—ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. জেনেটিক কোম্পানিটির মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. জেনেটিক কোম্পানি ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিলে শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে তাদের মূলধন ব্যয়ে কী

কোনো পরিবর্তন হবে? যুক্তি দাও।

8

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. করপূর্ব মুনাফা থেকে ঋণ মূলধনের সুদ বাদ দিয়ে করযোগ্য মুনাফা নির্ধারণ করা যায়।
- খ. তহবিল সংগ্রহ ব্যয় জেনেই বিনিয়োগ ঝুঁকি নিতে হয়। মূলধন ব্যয় নির্ণয় করার মাধ্যমে অর্থায়নের বিনিময়ে কতটুকু খরচ হবে তা জানা যায়। এর মাধ্যমে অধিক লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, যা মূলধনী খরচ বাদে অধিক লাভ নিশ্চিত করে। তাই মূলধন ব্যয় নির্ণয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।
- গ. জেনেটিক কোম্পানিটির মূলধন ব্যয় নির্ণয় করার জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয়ের সূত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন।  
জেনেটিক কোম্পানির মূলধন ব্যয় নির্ণয় :  
আমরা জানি,  
সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় =  $\frac{\text{লভ্যাংশ}_3}{\text{শেয়ারমূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধি হার}$   
এখানে, লভ্যাংশ<sub>৩</sub> = লভ্যাংশ<sub>০</sub> (১ + বৃদ্ধি হার)  
= ১২ (১ + ০.১০)  
= ১২ × ১.১  
= ১৩.২  
শেয়ার মূল্য<sub>০</sub> = ১২৫

বৃদ্ধি হার = ১০% বা, ০.১০

$$\therefore \text{জেনেটিক কোম্পানির মূলধন ব্যয়} = \left( \frac{১৩.২}{১২৫} + ০.১০ \right) \times ১০০$$

$$= ০.১০৫৬ \times ১০০$$

$$= ১০.৫৬\%$$

সুতরাং জেনেটিক কোম্পানির মূলধন ব্যয় = ১০.৫৬%

ঘ. শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির সূত্র প্রয়োগ করলে কোম্পানিটি ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিলে তাদের মূলধন ব্যয়ের কী পরিবর্তন হবে তা জানা যাবে।

১৫ টাকা লভ্যাংশ দিলে শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে জেনেটিক

$$\text{কোম্পানির মূলধন ব্যয় হবে} = \frac{১৫}{১২৫} \times ১০০ = ১২\%। \text{ অর্থাৎ}$$

শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে জেনেটিক কোম্পানির মূলধন ব্যয় (১০.৫৬%–১২%) বা ১.৪৪% কম হবে। কারণ প্রত্যেক বছর শেষে এখানে লভ্যাংশ বৃদ্ধি না পেয়ে সমান থাকবে। তাই এষেত্রে কোম্পানিকে কম হারে ব্যয় বহন করতে হবে। সমলভ্যাংশ ঝুঁকি গ্রহণকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য সন্তোষজনক নয়।

সুতরাং, জেনেটিক কোম্পানি ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিলে শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে তাদের মূলধন ব্যয় হ্রাস পাবে।



### অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন-৩: নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সায়ম সাহেব একটি চা প্রকল্পে ৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে চান। উক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি যমুনা ব্যাংকে ৫ বছরের জন্য ৫ লাখ টাকা ঋণ চেয়ে আবেদন পত্র জমা দেন। ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে বার্ষিক ১৫% সুদের বিনিময়ে উক্ত ঋণ প্রদান করতে রাজি হন। সায়ম সাহেব তার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে দেখলেন যে চা প্রকল্পটি থেকে তিনি বার্ষিক ২০% হারে আয় উপার্জন করতে পারবেন।

- ক. মোট মূলধন কী? ১
- খ. শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. সায়ম সাহেবের চা প্রকল্পে বিনিয়োগের মূলধন খরচ কত? ৩
- ঘ. প্রথম বছর শেষে সায়ম সাহেবের আয় যদি ১৩% নেমে আসে তবে তার গৃহীত ঋণের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মোট মূলধন হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ইকুইটি অংশ এবং ঋণের যোগফল।
- খ. মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের একটি সহজ পদ্ধতি হলো শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মনে করা হয় কোম্পানি বর্তমানে বছরে যে লভ্যাংশ দিয়েছে, ভবিষ্যৎ বছরগুলোতেও সমপরিমাণ লভ্যাংশ ঘোষণা করবে। অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশে কোনো পরিবর্তন আসবে না। এই পদ্ধতিতে প্রতি শেয়ারে প্রদত্ত লভ্যাংশকে শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য দিয়ে ভাগ করলে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় পাওয়া যায়।
- গ. সায়ম সাহেবের চা প্রকল্পে বিনিয়োগের মূলধন খরচ ১৫%। মূলধন খরচ নির্ণয় একটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন, পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি প্রতিষ্ঠানকে

অবশ্যই এর আয়ের অনুপাতে ব্যয় তথা খরচ করতে হবে। অর্থাৎ যদি প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরচ এর আয়ের চেয়ে বেশি হয় তবে ব্যবসায় বতির সম্মুখীন হবে। উদ্দীপকে সায়ম সাহেব যমুনা ব্যাংক থেকে ৫ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন যার বিপরীতে তাকে বার্ষিক ১৫% হারে সুদ দিতে হবে। অন্যদিকে তিনি তার বিনিয়োগ থেকে ২০% আয় প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু তার প্রকৃত আয় এর কম বা বেশি হতে পারে। এখন সায়ম সাহেব যদি তার মূলধন খরচ নিরূপণ করতে চান তবে সংগৃহীত মূলধনের যোগানদাতার প্রত্যাশিত আয় মেটাতে তাকে তার বিনিয়োগের ওপর সর্বনিম্ন যে হারে আয় করতে হবে, সেই হার হচ্ছে তার জন্য মূলধন খরচ।

ঘ. প্রথম বছর শেষে সায়ম সাহেবের আয় যদি ১৩% নেমে আসে তাহলে তিনি বতির সম্মুখীন হবেন।

বিনিয়োগকারী তার ভবিষ্যৎ আয়ের জন্য প্রত্যাশা করতে পারে কিন্তু কখনো নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎ আয় নিরূপণ করতে পারে না কারণ ভবিষ্যৎ আয় অনেক উপাদানের ওপর নির্ভর করে। উদ্দীপকে সায়ম সাহেব প্রত্যাশা করেছিলেন যে তার বিনিয়োগ থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে ২০% হারে আয় করতে পারবেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা নাও ঘটতে পারে। যদি এক বছর পর সায়ম সাহেবের আয় ১৩% হয়ে যায় তবে তিনি ব্যবসায়িক বতির সম্মুখীন হবেন। যেহেতু তিনি ব্যাংক থেকে ১৫% হারে ঋণ গ্রহণ করেছেন সেহেতু তাকে তার বিনিয়োগ থেকে কমপক্ষে ১৫% আয় করতে হবে। কিন্তু এখানে আয় যদি ১৩% হয় তবে (১৫%–১৩%) বা ২% হারে তিনি বতির সম্মুখীন হবেন কারণ তাকে ঋণের টাকা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং, সায়ম সাহেবকে ঋণ নেবার জন্য অবশ্যই সর্বনিম্ন মূলধন খরচের চিন্তা মাথায় রেখে তার বিনিয়োগের ওপর আয় বাড়াতে হবে।

## প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অজয় সেন তার এলাকায় একটি কফি শপ চালু করেছেন। এজন্য তাকে ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ৫ লাখ টাকা ঋণ নিতে হয়েছে যার ওপর তাকে ১৩% হারে সুদ প্রদান করতে হয়। বছর শেষে উক্ত দোকান থেকে অজয় সেন ২০% হারে আয় করেন। তার এ আয়ের জন্য তাকে ১৫% হারে কর প্রদান করতে হবে।

- ক. প্রতিষ্ঠানের ঋণ মূলধন সরবরাহকারীরা কী পায়? ১  
খ. অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. অজয় সেনের কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. অজয় সেনের করের হার বেড়ে যদি ১৫% থেকে ১৬% হয় তবে মূলধন খরচের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. প্রতিষ্ঠানের ঋণ মূলধন সরবরাহকারীরা প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়।  
খ. ব্যবসায় অর্থসংস্থানের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের নির্দিষ্ট হারে অনির্দিষ্ট সময়ের যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় বলে। মুনাফা না হলে লভ্যাংশ দিতে হয় না। তবে কোম্পানির মুনাফা হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পূর্বে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দিতে হয়।

- গ. অজয় সেনের কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ নির্ণয়ের জন্য ঋণ মূলধন খরচের সূত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন।  
অজয় সেনের কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ নির্ণয় করা হলো :  
আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ} &= \text{করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়} \times (1 - \text{কর হার}) \\ \text{এখানে,} \\ \text{করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়} &= ১৩\% \\ \text{কর হার} &= ১৫\% \text{ বা } ০.১৫ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ} &= ১৩\% (1 - ০.১৫) \\ &= ১৩\% \times ০.৮৫ \\ &= ১১.০৫\% \end{aligned}$$

অতএব, অজয় সেনের কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ ১১.০৫%।

- ঘ. অজয় সেনের করের হার পূর্বের তুলনায় বেড়ে যায় তাহলে তার পূর্বের তুলনায় মূলধন খরচ কমবে।  
অজয় সেনের করের হার বেড়ে যদি ১৫% থেকে ১৬% হয়, তাহলে তার কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ হবে—  
কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ = করপূর্ব ঋণ মূলধন  $\times (1 - \text{কর হার})$   
 $= ১৩\% \times (1 - ০.১৬)$   
 $= ১৩\% \times ০.৮৪$   
 $= ১০.৯২\%$

অজয় সেনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে তার বাৎসরিক আয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করতে হয়। এই করের হার সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কর বাবদ সরকার প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হয় তা দেশের অর্থনীতির চাকাতে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থায়নে ঋণ মূলধন ব্যবহার করে তাদের পরিশোধিত করের পরিমাণ কম হয়। কারণ প্রতিষ্ঠান ঋণ মূলধন বাবদ যে পরিমাণ সুদ প্রদান করে, তার করপূর্ব মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের করযোগ্য মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ

প্রতিষ্ঠান ঋণ মূলধন ব্যবহার করলে কম কর পরিশোধের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

সুতরাং, করের হার যদি ১৫% থেকে বেড়ে ১৬% হয় তাহলে অজয় সেনের মূলধন খরচ ১১.০৫% থেকে কমে ১০.৯২% হবে অর্থাৎ তার মূলধন খরচ পূর্বের তুলনায় (১১.০৫% - ১০.৯২%) বা ০.১৩% কমবে।

## প্রশ্ন-৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রেইনবো কোম্পানির নতুন প্রস্তুতকৃত রেইন কোর্টের বাজার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানি তার উৎপাদন ইউনিট সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে শেয়ার বাজারে ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ১০ হাজার অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়বে। কোম্পানি তার পূর্ব আর্থিক তথ্যাবলি ও বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছে উক্ত তহবিলের জন্য তাকে ১৫% হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে। কোম্পানি তার প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ৮৫ টাকা করে প্রত্যাশা করছে। করের হার ৩০%।

- ক. কোম্পানি কোন মূলধনের ওপর সব সময় লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না? ১  
খ. সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় কী? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. রেইনবো কোম্পানির মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. রেইনবো কোম্পানি যদি উক্ত তহবিল সিটি ব্যাংক থেকে ১৬% সুদে ঋণ নিতে পারত সেবেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করাটা কতটা যুক্তিসংগত হত তা মূল্যায়ন কর। ৪

### ▶ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. কোম্পানি তার ইকুইটি মূলধনের ওপর সবসময় লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না।

- খ. বাজারে সাধারণ শেয়ার বিক্রয় করে কোম্পানির মূলধনের সংস্থান করে পরিচালনা করার বিনিময়ে সাধারণ শেয়ার মালিকদের যে লভ্যাংশ দেয়া হয় তাকে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় বলে। সাধারণ শেয়ারের ঝুঁকি অন্য যে কোনো মূলধনের উৎস থেকে বেশি। তাই এর ব্যয়ও অন্য উৎসের তুলনায় অধিক।

- গ. রেইনবো কোম্পানির মূলধন ব্যয় নির্ণয় করার জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয়ের সূত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন।  
রেইনবো কোম্পানির মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো :  
আমরা জানি,

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রাস্তাবিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$$

এখানে,

$$\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ} = (১০০ \times ১৫\%) = ১৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ} = ৮৫ \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{১৫}{৮৫} \times ১০০$$

$$= ১৭.৬৫\% \text{ (প্রায়)।}$$

অতএব, রেইনবো কোম্পানির মূলধন ব্যয় ১৭.৬৫%।

- ঘ. রেইনবো কোম্পানি যদি তার প্রয়োজনীয় তহবিল ১৬% সুদে সিটি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ থাকত সেবেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করাটা কতটা যুক্তিসংগত হতো তা নির্ণয়ের জন্য কোম্পানিকে কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধনের খরচ নির্ণয় করতে হবে।

রেইনবো কোম্পানির কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধনের খরচ নির্ণয় করা হলো—

আমরা জানি,

কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধনের খরচ

$$= \text{করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়} \times (1 - \text{কর হার})$$

$$= 16\% \times (1 - 0.30)$$

$$= 16\% \times 0.70$$

$$= 11.2\%$$

উদ্দীপকের রেইনবো কোম্পানি যদি ১৬% হারে সিটি ব্যাংক থেকে তার প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করার সুযোগ পেত তাহলে তার অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করাটা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত হতো না। কারণ কোম্পানিটিকে অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ (১৭.৬৫%) অপেক্ষা অধিক হারে ব্যাংক ঋণের সুদ (১৬%) প্রদান করতে হলেও তিনি কম হারে কর প্রদানের সুযোগ পেতেন এবং সেবেত্রে তার কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ পড়ত ১২.২%। অর্থাৎ ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারলে তার মূলধন খরচ (১৭.৬৫%-১২.২%) বা ৬.৪৫% কমে যেত। সুতরাং, ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেলে রেইনবো কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করাটা কোনো ভাবেই যুক্তিসংগত হবে না।

## প্রশ্ন-৬ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সোনারগাঁ পরিবহন লি. ১৮% অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করেছে। প্রতিটি শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০০ টাকা এবং বিক্রয় খরচ ৫% নির্ধারিত হয়েছে।

- ক. কোন নীতি মূলধন কাঠামোতে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে? ১
- খ. মূলধন খরচে ভিন্নতা হয় কেন? ২
- গ. সোনারগাঁ পরিবহন লি. যদি ১০% কম দামে শেয়ার বিক্রি করে তাহলে অগ্রাধিকার শেয়ারের কতটুকু ব্যয় তাদের নির্বাহ করতে হবে? ৩
- ঘ. শেয়ারগুলো সমমূল্যে বিক্রি করলে সোনারগাঁ পরিবহন লি. এর শেয়ার ব্যয়ে কী ধরনের প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তর বিশ্লেষণ কর। ৪

## ▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. কাম্য ঋণনীতি মূলধন কাঠামোতে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে।
- খ. বিনিয়োগকারী বা অর্থ সরবরাহকারীদের প্রত্যাশিত আয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরচ হিসেবে গণ্য হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যবসায়ের মূলধন সংগৃহীত হয় বলে মূলধন খরচে ভিন্নতা হয়। এছাড়া ঝুঁকির পরিমাণে ভিন্নতা থাকার কারণেও মূলধন খরচে ভিন্নতা দেখা দেয়।
- গ. সোনারগাঁ পরিবহন লি. যদি ১০% কম দামে শেয়ার বিক্রি করে তাহলে অগ্রাধিকার শেয়ারের যে পরিমাণ ব্যয় তাদের নির্বাহ করতে হবে তা নির্ণয়ের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় সূত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সোনারগাঁ পরিবহন লি. এর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করা হলো :  
আমরা জানি,

অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়

$$= \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times 100$$

এখানে,

$$\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ} = (100 \times 18\%) = 18 \text{ টাকা}$$

$$\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ} = (100 - (100 \times 10\%) - (100 \times 5\%)) \text{ টাকা}$$

$$= (100 - 10 - 5) \text{ টাকা}$$

$$= 85 \text{ টাকা।}$$

$$\therefore \text{ অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{18}{85} \times 100$$

$$= 21.18\%$$

অতএব, সোনারগাঁ পরিবহন লি. ১০% কম দামে শেয়ার বিক্রি করলে তাদেরকে ২১.১৮% ব্যয় বহন করতে হবে।

ঘ. সোনার গাঁ পরিবহন লি. সমমূল্যে শেয়ারগুলো বিক্রি করলে কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয় হ্রাস পাবে।

সোনার গাঁ পরিবহন লি. যদি তাদের অগ্রাধিকার শেয়ার সমমূল্যে অর্থাৎ লিখিত মূল্য ১০০ টাকায় বিক্রি করে তাহলে তাদের মূলধন খরচ হবে নিম্নরূপ :

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times 100$$

এখানে,

$$\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ} = (100 \times 18\%) = 18 \text{ টাকা}$$

$$\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ} = \text{লিখিত মূল্য} - \text{বিক্রয় খরচ}$$

$$= \{100 - (100 \times 5\%)\} \text{ টাকা}$$

$$= (100 - 5) \text{ টাকা}$$

$$= 95 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{ অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{18}{95} \times 100$$

$$= 18.95\% \text{ (প্রায়)।}$$

অর্থাৎ শেয়ার সমমূল্যে বিক্রি করলে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় হবে ১৮.৯৫%।

উদ্দীপকের সোনারগাঁও পরিবহন শেয়ার ১০% কম দামে বিক্রি করলে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় হবে ২১.১৮%। এবেত্রে সোনার গাঁ পরিবহন লি. এর মূলধন খরচের পার্থক্য হবে (২১.১৮% - ১৮.৯৫%) বা ২.২৩%।

সুতরাং, সমমূল্যে শেয়ার বিক্রি করলে সোনার গাঁ পরিবহন লি. কে ২.২৩% কম মূলধন খরচ বহন করতে হবে।

## প্রশ্ন-৭ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আরব পরাস্টিক লিমিটেড এর সাধারণ শেয়ারের বাজারমূল্য ১২০ টাকা। কোম্পানি সদ্য সমাপ্ত বছরে প্রতি শেয়ারে ১৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেয়। অতীত রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা গেল কোম্পানির লভ্যাংশ ৫% হারে বৃদ্ধি পায়। আগামী বছর কোম্পানির নতুন একটি প্রকল্পে ৫ লব টাকা দরকার। কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সঞ্চিত তহবিলকে বেছে নিল। কারণ এর কোনো মূলধন ব্যয় নেই।

- ক. সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের পূর্বশর্ত কোনটি? ১
- খ. বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে মূলধন ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
- গ. আরব পরাস্টিক লিমিটেড কোম্পানির সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. সঞ্চিত তহবিলের কোনো ব্যয় নেই— আরব পরাস্টিক লিমিটেড কোম্পানির এ বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

## ▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের পূর্বশর্ত হলো সঠিক মূলধনী খরচ নির্ণয়।
- খ. মূলধন ব্যয় নির্ণয় করার মাধ্যমে কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ বাবদ উক্ত প্রকল্পে মোট বিনিয়োগের কী পরিমাণ



অংশ ব্যয় হবে সে সম্পর্কে জানা যায়। ফলে উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য আয়ের সাথে মূলধন খরচ তুলনা করে প্রকল্পের লাভজনকতা বিশ্লেষণ করে সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। তাই বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে মূলধন ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ।

- গ. আরব পরাস্টিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয়ের স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির সূত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

আরব পরাস্টিক লিমিটেড স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে কোম্পানির সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো :  
আমরা জানি,

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}_y}{\text{শেয়ার মূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times 100$$

এখানে,

$$\text{লভ্যাংশ}_y = \text{লভ্যাংশ}_0 (1 + \text{বৃদ্ধির হার})$$

$$= 18 (1 + 0.05)$$

$$\text{শেয়ার মূল্য}_0 = 120 \text{ টাকা}$$

$$\text{বৃদ্ধির হার} = 5\% = 0.05$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} &= \left\{ \frac{18(1 + 0.05)}{120} + 0.05 \right\} \times 100 \\ &= \left\{ \frac{18.9}{120} + 0.05 \right\} \times 100 \\ &= \{0.1575 + 0.05\} \times 100 \\ &= (0.2075) \times 100 \\ &= 20.75\% \end{aligned}$$

অতএব, আরব পরাস্টিক লিমিটেড কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় ১৭.২৫%।

- ঘ. সঞ্চিত আয়ের আপাতদৃষ্টিতে কোনো ব্যয় নেই- আরব পরাস্টিক লিমিটেড কোম্পানির এই ধারণা সঠিক নয়।

সঞ্চিত আয় তহবিল আকারে সঞ্চিত না করে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করলে শেয়ার মালিকরা সেই অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত আয় করতে পারত। এখানে শেয়ার মালিকদের অতিরিক্ত আয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই হচ্ছে সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয়। উদ্দীপকের আরব পরাস্টিক লিমিটেডের ন্যায় অন্যান্য সকল কোম্পানি তার অর্জিত মোট মুনাফা শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বণ্টন করতে বাধ্য নয়। তাই কোম্পানি যদি তার প্রয়োজনে মুনাফার একটি অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করে সঞ্চিত আয় হিসেবে ধরে রেখে পরবর্তীতে উক্ত অর্থ ব্যবসায় পুনরায় বিনিয়োগ করে তাহলে কোম্পানিটির দৃষ্টিকোণ থেকে সঞ্চিত তহবিল ব্যবহারে কোনো মূলধন ব্যয় সৃষ্টি হবে না। কারণ উক্ত তহবিল ব্যবহারের কারণে তাকে শেয়ার মালিকদের কোনো সুদ বা মুনাফা প্রদান করতে হবে না। কোম্পানি যদি সঞ্চিত আয় ধরে না রেখে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করত তাহলে উক্ত অর্থ তারা অন্যত্র বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত আয় করতে পারতেন। কিন্তু এখন তারা উক্ত অর্থের অন্যত্র বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। শেয়ার মালিকদের এভাবে অর্থের অন্যত্র বিনিয়োগে প্রাপ্ত আয় থেকে

বঞ্চিত হওয়াকে সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুতরাং, সঞ্চিত তহবিলের কোনো ব্যয় নেই- এ কথাটি যথার্থ নয়।

## প্রশ্ন-৮১ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ABC কোম্পানি দেশের অর্থনৈতিক মন্দাভাবের কারণে তাদের কাক্ষিত মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই কোম্পানি এ বছর যে স্বল্প পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে তা দ্বারা অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবি পূরণ করে বাকি অংশ তাদের হিসাবে জমা রেখেছে। সাধারণ শেয়ার মালিকদের এ বছর কোনো লভ্যাংশ প্রদান না করার ঘোষণা দিয়েছে। সাধারণ শেয়ার মালিকরা যদি ABC কোম্পানিতে বিনিয়োগ না করে অন্যত্র বিনিয়োগ করতেন তাহলে তারা ১৪% হারে আয় করতে পারতেন।

- ক. কে ব্যবসার পুঞ্জীভূত মুনাফা থেকে অর্থের সংস্থান করতে পারে? ১
- খ. ঋণ মূলধন ব্যয় থেকে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় আলাদা কেন? ২
- গ. ABC কোম্পানিতে কোন ধরনের সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. XYZ নামক একটি কোম্পানি তার সাধারণ শেয়ার মালিকদের নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে, তার শেয়ারের বাজারমূল্য যদি ABC কোম্পানির শেয়ারের বাজারমূল্যের সমান হয় তাহলে ABC কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বলে তুমি মনে কর। ৪

## ▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. কোম্পানি ব্যবসার পুঞ্জীভূত মুনাফা থেকে অর্থের সংস্থান করতে পারে।
- খ. ঋণ মূলধন ব্যয় থেকে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় আলাদা। কারণ ঋণ মূলধন ব্যয় হিসেবে সুদ প্রদান করা হয়। আর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় হিসেবে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এছাড়া ঋণ মূলধন ব্যয় নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে।
- গ. ABC কোম্পানিতে সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হয়েছে। সঞ্চিত আয় কোম্পানিতে ধরে না রেখে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তা বিনিয়োগ করে শেয়ার মালিকরা অতিরিক্ত আয় করতে পারেন। কিন্তু তা বণ্টন করা না হলে শেয়ার মালিকরা যে আয় হতে বঞ্চিত হয় তাকে সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয় বলে। উদ্দীপকে ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার লব্ধে ABC কোম্পানি তার অর্জিত স্বল্প পরিমাণ মুনাফা থেকে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকের দাবি পরিশোধ করার পর যে পরিমাণ মুনাফা অবশিষ্ট রয়েছে তা লভ্যাংশ হিসেবে সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বিতরণ না করে তাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত আয় হিসেবে সঞ্চিত করেছে। এমতাবস্থায় সাধারণ শেয়ার মালিকরা যদি উক্ত লভ্যাংশ পেত এবং অন্য একটি লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করত তবে সেখান থেকে তারা ১৪% হারে মুনাফা পেত। অর্থাৎ এখানে ‘সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয়’ সৃষ্টি হয়েছে। ABC কোম্পানির সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয় ১৪%।

সুতরাং, ABC কোম্পানি তার সম্পূর্ণ মুনাফা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করায় উক্ত কোম্পানিতে সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ. ABC কোম্পানির শেয়ার মালিকরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখাবেন।

বিনিয়োগকারীরা সবসময় তাদের আর্থিক স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন থাকে। তাই তারা সেই সব প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী থাকে যেখানে তাদের মুনাফার বিষয়টি নিয়মিত এবং বেশি নিশ্চিত। উদ্দীপকের ABC কোম্পানি তার কাক্ষিক মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় তার অর্জিত মুনাফা থেকে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবি পরিশোধ করেছে এবং অবশিষ্ট অংশ সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করে পুনরায় বিনিয়োগের জন্য সংরবিত আয় হিসেবে সংরবণ করেছে। ফলে ABC কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মালিকের মধ্যে আগামী বছর অধিক পরিমাণ মুনাফা পাওয়ার প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে। কিন্তু আগামী বছর অধিক পরিমাণ মুনাফা পাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণই অনিশ্চিত। তাছাড়া শেয়ারমালিকদের নিকট ABC কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করে সেই অর্থ দিয়ে XYZ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে প্রাপ্য আয় নিশ্চিত করার একটি সুযোগ রয়েছে। তাই ABC কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। প্রথমত, যেসব বিনিয়োগকারী তাদের ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়ে আয় প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান তারা ABC কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে XYZ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করবেন। দ্বিতীয়ত, যেসব বিনিয়োগকারী অধিক পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে অধিক মুনাফা অর্জন করতে চান তারা তাদের ABC কোম্পানির শেয়ারগুলো বিক্রি না করে ধরে রাখবেন।

সুতরাং, ABC কোম্পানির কিছু শেয়ার মালিক কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করে XYZ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করবেন এবং কিছু শেয়ার মালিক ঝুঁকি গ্রহণ করে কোম্পানির শেয়ার ধরে রাখবেন।

## প্রশ্ন-৯ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব আরমান তার এলাকায় একটি আইসক্রিম কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চান। এজন্য তিনি ১০ লাখ টাকা ধার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর মধ্যে ৭ লাখ টাকা তিনি বার্ষিক ১৫% হার সুদে তারদা ফাইন্যান্সিং নামক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নেবেন। বাকি টাকা তিনি তার একজন বন্ধুর কাছ থেকে ধার করবেন এবং এজন্য তাকে ১০% হারে সুদ দিবেন।

- ক. তহবিলের বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় কী রকম হয়? ১
- খ. সংরবিত আয়ের সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝ? ২
- গ. জনাব আরমানের গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. জনাব আরমান যদি তার মূলধন খরচ আরও কমাতে চান তাহলে তিনি কী করতে পারেন বলে তুমি মনে কর? ৪

## ▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. তহবিলের বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় অসমান হয়।
- খ. কোম্পানি প্রতি বছর অর্জিত মুনাফার পুরোটা লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করে সংরবিত আয় হিসেবে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে দেয়। কোম্পানি যদি সংরবিত আয় জমা না রেখে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিত তাহলে শেয়ার মালিকরা সেই অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত আয় করতে পারতেন। কিন্তু কোম্পানি উক্ত অর্থ বণ্টন না করায় শেয়ার মালিকরা উক্ত অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগে প্রাপ্ত আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা সংরবিত আয়ের সুযোগ ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়।

গ. জনাব আরমানের গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য ঋণকৃত মূলধনের ব্যয় এবং বন্ধুর নিকট হতে ঋণের ব্যয় নির্ণয় করা প্রয়োজন।

জনাব আরমানের গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো :

এখানে,

$$\text{ঋণ মূলধন ব্যয়} = ১৫\%$$

$$\text{বন্ধুর নিকট থেকে ঋণকৃত মূলধন ব্যয়} = ১০\%$$

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন লাখ (টাকা)	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
ঋণ মূলধন	৭	১৫%	$\frac{৭}{১০} = ০.৭$
বন্ধুর নিকট হতে মূলধন	৩	১০%	$\frac{৩}{১০} = ০.৩$
মোট	১০		

$$\therefore \text{গড় মূলধন ব্যয়} = (০.১৫ \times ০.৭) + (০.১০ \times ০.৩)$$

$$= ০.১০৫ + ০.০৩$$

$$= ০.১৩৫$$

$$= ১৩.৫\%$$

অতএব, জনাব আরমানের গড় মূলধন ব্যয় ১৩.৫%।

ঘ. জনাব আরমান যদি তার মূলধন খরচ আরও কমাতে চান তাহলে তাকে ১৫% থেকে কম সুদের হারে বন্ধু বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মূলধন সংগ্রহ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের খরচের সাথে মুনাফার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরচ যত সর্বনিম্নে রাখা সম্ভব হবে মুনাফার পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে। এজন্য সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সবসময় তার প্রয়োজনীয় তহবিল এমন কোনো উৎস হতে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে যেখানে তহবিল উৎস ব্যয়সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ সর্বনিম্ন হবে। উদ্দীপকে জনাব আরমান তারদা ফাইন্যান্সিং থেকে যে ঋণ নিচ্ছেন তার জন্য তার মূলধন ব্যয় হবে ১৫%। কিন্তু তিনি তার বন্ধুর নিকট থেকে যে ঋণ নিচ্ছেন তার জন্য তাকে ১০% সুদ দিতে হবে। তাই তিনি যদি তার পুরো তহবিলটাই বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারতেন তাহলে তার মূলধন খরচ (১৫%-১০%) বা ৫% কমে যেত। কিন্তু একজন বন্ধুর নিকট হতে বিশাল অংকের তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই জনাব আরমানকে এমন কোনো উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে যার ব্যয় তারদা ফাইন্যান্সিং থেকে তহবিল সংগ্রহের ব্যয় অপেক্ষা কম হবে। অথবা তাকে তার বিনিয়োগের ওপর আয় বাড়াতে হবে।

সুতরাং জনাব আরমানকে মূলধন খরচ আরও কমাতে হলে তার বন্ধু কিংবা ১৫% এর কম হবে এমন উৎস থেকে ঋণ নিতে হবে।

## প্রশ্ন-১০ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি এর মোট পরিশোধিত মূলধন ১৫ কোটি টাকা। এখানে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ার মূলধন ১০ কোটি টাকা, ৮% হারে অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ৪ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট অংশ ১২% হারে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন। কোম্পানি শেয়ার প্রতি ২ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের এবং তা প্রতিবছর ১০% বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ অন্যত্র বিনিয়োগ করে।

- ক. কারবারের সঠিক মূলধন কাঠামো নির্বাচনে কোনটির তাৎপর্য রয়েছে? ১
- খ. ঝুঁকি বহুবিধকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

- গ. হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় নিরূপণ কর? ৩
- ঘ. হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি যদি তার মোট মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ অন্যত্র বিনিয়োগ করে তাহলে কী ধরনের সুবিধা অর্জিত হবে বলে তুমি মনে কর? ৪

▶▶ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. কারবারের সঠিক কাঠামো নির্বাচনে মূলধন ব্যয়ের তাৎপর্য রয়েছে।
- খ. কোনো একজন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার মূলধনের সম্পূর্ণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। একে ঝুঁকি বহুবিশদকরণ বলে। ঝুঁকি বহুবিশদকরণ করার মাধ্যমে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ সর্বাধিক ঝুঁকি হ্রাস করতে সক্ষম হয়। ফলে যথোপযুক্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

- গ. হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য কোম্পানিটির সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়, অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয় ও ঋণ মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা প্রয়োজন।
- হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো :

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}_1}{\text{শেয়ার মূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times ১০০$$

এখানে, লভ্যাংশ<sub>১</sub> = লভ্যাংশ<sub>০</sub> (১ + বৃদ্ধির হার)

$$= ২(১ + ০.১০)$$

শেয়ার মূল্য<sub>০</sub> = ১০ টাকা

বৃদ্ধির হার = ১০% = ০.১০

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{ \frac{২(১ + ০.১০)}{১০} + ০.১০ \right\} \times ১০০$$

$$= \left\{ \frac{২.২}{১০} + ০.১০ \right\} \times ১০০$$

$$= [০.২২ + ০.১০] \times ১০০$$

$$= ৩২\%$$

অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয় = ৮%

ঋণ মূলধন ব্যয় = ১২%।

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন (কোটি টাকা)	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
সাধারণ শেয়ার	১০	৩২%	$\frac{১০}{১৫} = ০.৬৭$
অগ্রাধিকার শেয়ার	৪	৮%	$\frac{৪}{১০} = ০.২৭$
ঋণ মূলধন	১	১২%	$\frac{১}{১৫} = ০.০৬$
মোট	১৫		

$$\therefore \text{গড় মূলধন ব্যয়} = (০.৬৭ \times ০.৬৭) + (০.০৮ \times ০.২৭) + (০.১২ \times ০.০৬)$$

$$= ০.২১৪ + ০.০২২ + ০.০০৭$$

$$= ০.২৪৩$$

$$= ২৪.৩ \text{ (প্রায়)}$$

অতএব, হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় ২৪.৩%।

- ঘ. হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি যদি তার মোট মুনাফায় একটা বৃহৎ অংশ অন্যত্র বিনিয়োগ করে তাহলে কোম্পানিটির আয় বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারে কোম্পানির শেয়ারমূল্য ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

সঞ্চিত আয় শেয়ার মালিকদের প্রাপ্য। সঞ্চিত আয় সঞ্চয় করে না রাখলে শেয়ার মালিকরা তা তাদের হাতে পেত এবং অন্যত্র বিনিয়োগ করে আয় করতে পারত। তাই কোম্পানির উচিত এ সঞ্চিত আয় লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে শেয়ার মালিকদের আয় নিশ্চিত করা হয়। উদ্দীপকে হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি তার অর্জিত মোট মুনাফা শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বণ্টন করতে বাধ্য নয়। তাই কোম্পানি তার মোট মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করে একটা অংশ সঞ্চিত আয় হিসেবে ধরে রাখে। কোম্পানি যদি উক্ত আয় অন্যত্র বিনিয়োগ করে তাহলে কোম্পানির শেয়ার মালিক এবং কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারে কোম্পানির শেয়ার মূল্য ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ কোম্পানিটি লাভজনক বিনিয়োগের প্রকল্পগুলো কাজে লাগাতে পারবে এবং আয় বৃদ্ধি করতে পারবে। এছাড়া কোম্পানিটি মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ লভ্যাংশ আকারে না দিয়ে অন্যত্র বিনিয়োগ করলে তার ওপর শেয়ার মালিকদের আয়কর দিতে হবে না। তাছাড়া শেয়ার মালিকদের ভবিষ্যৎ লভ্যাংশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, হীরা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি মুনাফার বৃহৎ অংশ বিনিয়োগ করলে কোম্পানির শেয়ার মূল্য ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

▶▶ ১১নং প্রশ্নের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অমি ড্রিংকস লি.-এর মোট মূলধন ১০০ কোটি টাকা। তারা তাদের এই অর্থের মধ্যে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ৪০ কোটি টাকা ১৩% হারে। অন্যদিকে অগ্রাধিকার শেয়ারের মাধ্যমে ৩০ কোটি টাকা যার জন্য কোম্পানিকে শেয়ার প্রতি ১৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে হবে। বাকি অংশটুকু সাধারণ শেয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত। সাধারণ শেয়ারের বাজারমূল্য ২৩০ টাকা এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য ২৬০ টাকা। কোম্পানি পরিকল্পনা করেছে এ বছর তারা সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদেরকে ১৫% হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে যেটা ভবিষ্যতে ৫% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়। কর হার ৩০%।

- ক. অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র কী? ১
- খ. পুঞ্জীভূত মুনাফার ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. অমি ড্রিংকস লিমিটেড এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. অমি ড্রিংকস লিমিটেডের বিভিন্ন উৎস হতে মূলধন সংগ্রহকরণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

$$\text{ক. অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$$

- খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বণ্টন করে না। অর্জিত মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ সঞ্চিতি হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়, যাতে ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করা যায়। রবিত মুনাফার এর প অংশকে পুঞ্জীভূত মুনাফা বলে।

- গ. অমি ড্রিংকস লিমিটেড-এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ে কোম্পানিটির বিভিন্ন উৎসকৃত মূলধনের ব্যয় নির্ণয় করা প্রয়োজন।
- উদ্দীপকের অমি ড্রিংকস লিমিটেড-এর মূলধন ব্যয় করা হলো :

আমরা জানি,

কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ = করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় × (১ - কর হার)

$$= ১৩\% \times (১ - ০.৩০)$$

$$= ১৩\% \times ০.৭০$$

$$= ৯.১\%$$

অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয় =  $\frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$

$$= \frac{১৭}{২৬০} \times ১০০$$

$$= ০.০৬৫৪ \times ১০০$$

$$= ৬.৫৪\%$$

সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় =  $\left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার মূল্য}} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times ১০০$

$$= \left\{ \frac{১৫(১ + ০.০৫)}{২৩০} + ০.০৫ \right\} \times ১০০$$

$$= \left\{ \frac{১৫.৭৫}{২৩০} + ০.০৫ \right\} \times ১০০$$

$$= \{০.০৬৮৫ + ০.০৫\} \times ১০০$$

$$= ০.১১৮৫ \times ১০০$$

$$= ১১.৮৫\%$$

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন কোটি (টাকা)	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
ঋণ মূলধন	৪০	৯.১%	$\frac{৪০}{১০০} = ০.৪$
অগ্রাধিকার শেয়ার	৩০	৬.৫৪%	$\frac{৩০}{১০০} = ০.৩$
সাধারণ শেয়ার	৩০	১১.৮৫%	$\frac{৩০}{১০০} = ০.৩$
মোট	১০০		

∴ কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয়

$$= \{(৯.১\% \times ০.৪) + (৬.৫৪\% \times ০.৩) + (১১.৮৫\% \times ০.৩)\}$$

$$= \{৩.৬৪\% + ১.৯৬\% + ৩.৫৬\% \}$$

$$= ৯.১৬\% \text{ (প্রায়)।}$$

অতএব, অমি ড্রিংকস লিমিটেড এর গড় মূলধন ব্যয় ৯.১৬%।

ঘ. অমি ড্রিংকস লিমিটেড কোম্পানির মূলধন খরচ কমানোর জন্য বিভিন্ন উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে।

মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চকরণের জন্য মূলধন খরচ সর্বনিম্ন রাখা প্রয়োজন। তাই প্রতিটি কোম্পানি তার মোট মূলধন খরচকে সর্বনিম্ন রাখতে বিভিন্ন তহবিল উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। উদীপকের অমি ড্রিংকস লিমিটেড তার মোট মূলধন কাঠামো তৈরিতে সাধারণ শেয়ার মূলধন, অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ও ঋণ মূলধন ব্যবহার করেছে। ঋণ মূলধনের সুদের হার নির্দিষ্ট। তাই কোম্পানি মুনাফা অর্জন করবে আর না করবেক তাকে ১৩% হারে ঋণ মূলধনের সুদ প্রদান করতে হবে। কিন্তু ঋণ মূলধন ব্যবহার করার ফলে তিনি কম পরিমাণ কর প্রদানের সুবিধা ভোগ করবেন।

কোম্পানি যদি মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে তাকে অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকদের ১৭% হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে। কিন্তু মুনাফা না হলে কোম্পানি অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকদের লভ্যাংশ প্রদানে বাধ্য থাকবে না। এছাড়া অমি ড্রিংকস লিমিটেড তার সাধারণ শেয়ার মালিকদের ১৫% হারে লভ্যাংশ প্রদান এবং ৫% হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সাধারণ শেয়ারমালিকদের লভ্যাংশ প্রদানের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই কোম্পানি চাইলে তার সাধারণ শেয়ার মূলধনের ব্যয় কমিয়ে আনতে পারবেন। সুতরাং, করের সুবিধা ভোগ এবং মূলধন খরচ কমানোর সুযোগ গ্রহণের জন্য অমি ড্রিংকস লিমিটেড বিভিন্ন উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

**প্রশ্ন-১২▶ নিচের উদীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

এম.আর.এস কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মূলধন ২০ কোটি টাকা, ঋণমূলধন ২০ কোটি টাকা এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ১০ কোটি টাকা। ঋণকৃত মূলধনে সুদের হার ১০% ও অগ্রাধিকার শেয়ারে লভ্যাংশের হার ৮%। সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য যথাক্রমে ২৫০ টাকা ও ১১০ টাকা। কোম্পানি এ বছর সাধারণ শেয়ারের মালিকদের ১৩ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং অতীতে কোম্পানির লভ্যাংশ ৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর হার ৩০%। কোম্পানি তার মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ সঞ্চার করে রাখলেও কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না।

- ক. শেয়ার মূল্য দ্বারা কী বোঝায়? ১
- খ. অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধনের ব্যয় থেকে সাধারণ শেয়ার মূলধনের ব্যয় ভিন্ন হয় কেন? ২
- গ. কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. এম.আর.এস কোম্পানি সংরচিত আয় বিনিয়োগ না করলে কোম্পানির ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

▶◀ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. শেয়ার মূল্য দ্বারা শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্যকে বোঝায়।

খ. অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় থেকে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় ভিন্ন হয়। কারণ অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকদের নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। অপরদিকে সাধারণ শেয়ার মালিকদের নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না। এছাড়া অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ধারণ করা তুলনামূলক সহজ কাজ। কিন্তু সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ধারণ করা জটিল কাজ। যার ফলে অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় থেকে সাধারণ শেয়ার ব্যয় ভিন্ন।

গ. এম.আর.এস কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য সকল মূলধনের ব্যয় নির্ণয় করা প্রয়োজন।

এম.আর.এস কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো :

আমরা জানি,

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার মূল্য}} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times ১০০$$

$$= \left\{ \frac{১৩(১ + ০.০৫)}{২৫০} + ০.০৫ \right\} \times ১০০$$

$$= \left( \frac{১৩.৬৫}{২৫০} + ০.০৫ \right) \times ১০০$$

$$= ১০.৪৬\%$$

কর-সম্বন্ধীয় ঋণ মূলধন ব্যয় = করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়  $\times$  (১ - কর হার)  
 $= ১০\% (১ - ০.৩০)$   
 $= ১০\% \times ০.৭০$   
 $= ৭\%$

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$$

$$= \frac{৮}{১১০} \times ১০০$$

$$= ৭.২৭\%$$

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন (কোটি টাকা)	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
সাধারণ শেয়ার	২০	১০.৪৬%	$\frac{২০}{৫০} = ০.৪$
অগ্রাধিকার শেয়ার	১০	৭.২৭%	$\frac{১০}{৫০} = ০.২$
ঋণ মূলধন	২০	৭%	$\frac{২০}{৫০} = ০.৪$
মোট	৫০		

$$\therefore \text{কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয়} = (০.১০৪৬ \times ০.৪) +$$

$$(০.০৭২৭ \times ০.২) + (০.০৭ \times ০.৪)$$

$$= ০.০৪১৮৪ + ০.০১৪৫৪ + ০.০২৮$$

$$= ০.০৮৪৩৮$$

$$= ৮.৪৪\%$$

অতএব, এম.আর.এস কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় ৮.৪৪% (প্রায়)।

ঘ. এম.আর.এস কোম্পানি সংরক্ষিত আয় বিনিয়োগ না করলে কোম্পানির সুমান ক্ষুণ্ণ হয় এবং মাধ্যমিক শেয়ার বাজারে কোম্পানির শেয়ার মূল্য হ্রাস পায়।  
 কোম্পানি প্রতি বছর যে পরিমাণ টাকার মুনাফা অর্জন করে সেটির পুরোটা শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন না করে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে দেয়। এটাই সংরক্ষিত আয়। উদ্দীপকে এম.আর.এস কোম্পানি তার সংরক্ষিত আয় কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। কোম্পানি যদি সংরক্ষিত আয় কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে না পারে সেবেত্রে সংরক্ষিত আয় শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা উচিত। কারণ সংরক্ষিত আয় শেয়ার মালিকদের প্রাপ্য। তাই কোম্পানি যদি সংরক্ষিত আয় ধরে না রেখে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয় তবে তারা অতিরিক্ত আয় করতে পারতেন। কিন্তু কোম্পানি সংরক্ষিত আয় বণ্টন না করায় শেয়ার মালিকরা উক্ত অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগ বাবদ যে আয় প্রাপ্ত হতেন, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।  
 এরূপ বঞ্চিত কোম্পানির উচিত সংরক্ষিত আয় কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে শেয়ার মালিকদের জন্য উক্ত অর্থ বিনিয়োগের আয় নিশ্চিত করা। আর সংরক্ষিত আয় কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে না পারা সত্ত্বেও যদি সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাহলে মূলধন বাজারে কোম্পানির সুমান ক্ষুণ্ণ হয় এবং মাধ্যমিক মূলধন বাজারে কোম্পানির শেয়ার মূল্য হ্রাস পায়।  
 সুতরাং বলা যায়, এম.আর.এস কোম্পানি সংরক্ষিত আয় যদি শেয়ার মালিকদের নিকট বণ্টন না করে অলসভাবে রেখে দেয় তাহলে কোম্পানির সুমান ও শেয়ারমূল্য হ্রাস পাবে।



## বিভিন্ন স্কুলের নির্বাচিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-১৩** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সানমুন কোম্পানি লি. এর তথ্যগুলো নিম্নরূপ—

- মোট মূলধন ৫০০ কোটি টাকা।
- সাধারণ শেয়ার মূলধন ২০০ কোটি টাকা।
- ১০% ঋণ মূলধন ২০০ কোটি টাকা।
- ৮% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ১০০ কোটি টাকা।
- সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য যথাক্রমে ২৫৫ টাকা ও ১১০ টাকা।

তাহাড়া কোম্পানি এ বছর সাধারণ শেয়ার মালিকদের প্রতি শেয়ারে ১৩ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে যা অতীতে কোম্পানির প্রদত্ত লভ্যাংশের ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। কর হার ৪০%।

[কুমিল্লা জিলা স্কুল]



- ক. অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়ের সূত্রটি লেখ। ১
- খ. সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়ের সূত্রটি (স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে) লেখ এবং বর্ণনা দাও। ২
- গ. সানমুন কোম্পানি লি. এর মোট মূলধনী ব্যয় কত হবে তা নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. সানমুন কোম্পানি লি.-এর গড় মূলধনী ব্যয় কত হবে তা নিরূপণ কর। ৪

▶◀ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় সূত্র হলো, অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় =  $\frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$

খ. স্থিরহারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}_১}{\text{শেয়ার মূল্য}_১} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times ১০০$$

এখানে, লভ্যাংশ<sub>১</sub> = লভ্যাংশ<sub>০</sub> (১ + বৃদ্ধির হার)

লভ্যাংশ<sub>০</sub> = বর্তমান বছরের লভ্যাংশ

শেয়ার মূল্য<sub>০</sub> = শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য

বৃদ্ধির হার = লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার

গ. সানমুন কোম্পানি লি. এর সর্বমোট মূলধনী প্রতিটি উৎসের ব্যয় নির্ণয়ের জন্য ব্যয় মোট ব্যয়ের কত শতাংশ তা বের করতে হবে। মূলধনের বিভিন্ন উৎসের ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন। কারবারের গড় মূলধনী ব্যয় নির্ণয়ে এগুলোর অনুপাত নির্ণয় করা হয়। উদ্দীপকে সানমুন কোম্পানি লি. এর মোট মূলধনের প্রতিটি উৎসের অনুপাত নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। সানমুন কোম্পানি লি. এর মোট মূলধন ৫০০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ শেয়ার মূলধন ২০০ কোটি

টাকা, ঋণ মূলধন দেয়া আছে ২০০ কোটি টাকা এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন দেওয়া আছে ১০০ কোটি টাকা। বর্ণিত তথ্য থেকে সানমুন কোম্পানির মোট মূলধনে সাধারণ শেয়ারের অংশ হলো (২০০/৫০০) বা ৪০ শতাংশ। ঋণ মূলধনের অংশ হলো (২০০/৫০০) বা ৪০ শতাংশ। এছাড়াও কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের অংশ হলো (১০০/৫০০) বা ২০ শতাংশ। অর্থাৎ সানমুন কোম্পানি মোট মূলধন সাধারণ শেয়ারের ৪০ শতাংশ, ঋণ মূলধন ৪০ শতাংশ এবং অগ্রাধিকার শেয়ার ২০ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঘ. সানমুন কোম্পানি লি. -এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ে জন্য কোম্পানিটির বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা প্রয়োজন। উদ্দীপকের আলোকে সানমুন কোম্পানি লি. এর গড় মূলধনী ব্যয় নির্ণয় করা হলো।

$$\begin{aligned}\text{কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়} &= ১০\% \times (১ - \text{কর হার}) \\ &= ১০\% \times (১ - ৪০\%) \\ &= ১০\% \times ০.৬ \\ &= ৬\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} &= (\text{শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ} \div \text{শেয়ারের বাজার দর}) \\ &= ৮ \div ১১০ \text{ বা } ৭.২৭\%\end{aligned}$$

$$\text{সাধারণ শেয়ারের ব্যয়} = \frac{১৩ (১ + ০.০৪)}{২৫৫} + ০.০৪ \text{ বা } ৯.৩০\%$$

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন (কোটি টাকা)	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
ঋণ মূলধন	২০০	৬%	$\frac{২৩০}{৫০০} = ০.৪$
অগ্রাধিকার শেয়ার	১০০	৭.২৭%	$\frac{১০০}{৫০০} = ০.২$
সাধারণ শেয়ার	২০০	৯.৩০%	$\frac{২০০}{৫০০} = ০.৪$
মোট	৫০০		

$$\therefore \text{গড় মূলধনী ব্যয়} = (৯.৩ \times ০.৪) + (৬ \times ০.৪) + (৭.২৭ \times ০.২) = ৭.৫৭\%$$

সুতরাং, সানমুন কোম্পানি লি. এর গড় মূলধনী ব্যয় ৭.৫৭%

#### প্রশ্ন -১৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একটি কোম্পানি ঋণকৃত মূলধন ৮০,০০০ টাকা ও সাধারণ শেয়ার মূলধন ১,২০,০০০ টাকা। ঋণকৃত মূলধনের সুদের হার ১৫%। কর হার ৩০%। সাধারণ শেয়ারের বাজারদর ১৫০ টাকা। কোম্পানি এ বছর সাধারণ শেয়ার মালিকদের প্রতি শেয়ারে ১৫ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং অতীতে কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশ ৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]



- অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ভর করে কিসের ওপর? ১
- ঋণ মূলধন ব্যয় কী? বুঝিয়ে লেখ। ২
- উপর্যুক্ত তথ্য থেকে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উপর্যুক্ত তথ্য থেকে কোম্পানিটির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৪

#### ▶▶ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ভর করে শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের ওপর।

খ. ব্যবসায়ের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করে মুনাফা অর্জন করার পাশাপাশি যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে ঋণ মূলধন ব্যয় বলে। ঋণ মূলধন ব্যয় সবসময় কর পরবর্তী ধরা হয়। এতে কোম্পানির মূলধন ব্যয় হ্রাস পায়।

গ. কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য স্থিরহারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির সূত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন। উপর্যুক্ত তথ্য থেকে কোম্পানিটির সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো—

এখানে,

$$\text{লভ্যাংশ}_১ = \text{লভ্যাংশ}_০ (১ + \text{বৃদ্ধির হার})$$

$$= ১৫ (১ + ০.০৫)$$

$$= ১৫.৭৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{লভ্যাংশ}_০ = ১৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{শেয়ার মূল্য}_০ = ১৫০ \text{ টাকা}$$

$$\text{লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার} = ৫\%$$

$$\begin{aligned}\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} &= \left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}_১}{\text{শেয়ার মূল্য}_০} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times ১০০ \\ &= \left\{ \frac{১৫.৭৫}{১৫০} + ০.০৫ \right\} \times ১০০ \\ &= (০.১০৫ + ০.০৫) \times ১০০ \\ &= ১৫.৫\%\end{aligned}$$

অতএব, কোম্পানিটির সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় ১৫.৫%।

ঘ. কোম্পানিটির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য সকল উৎসের মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা প্রয়োজন।

কোম্পানিটির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হলো—

এখানে,

$$\text{মোট মূলধন} = ৮০,০০০ + ১,২০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$= ২,০০,০০০ \text{ টাকা।}$$

কর সমন্বয়কৃত মূলধনের ব্যয় = করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় (১ - কর হার)

$$= ১৫\% (১ - ৩০\%)$$

$$= ১০.৫\%$$

$$\text{সাধারণ মূলধনের ব্যয়} = ১৫.৫\%$$

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিল উৎস	মূলধন (টাকা)	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
সাধারণ শেয়ার	১,২০,০০০	১৫.৫%	$\frac{১,২০,০০০}{২,০০,০০০} = ০.৬$

ঋণ মূলধন	৮০,০০০	১০.৫%	$\frac{৮০,০০০}{২,০০,০০০} = ০.৪$
	২,০০,০০০		

∴ গড় মূলধন ব্যয় =  $(১০.৫ \times ০.৪) + (১৫.৫ \times ০.৬)$

$$= ৪.২ + ৯.৩$$

$$= ১৩.৫\%$$

অতএব, কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় ১৩.৫%।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



**প্রশ্ন-১৫ ▶** সান সিটি কোম্পানি ১৩ শতাংশ অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করেছে। প্রতিটি শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০০ টাকা এবং বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ৮৫ টাকা।

- ক. ঋণ মূলধন সরবরাহকারীরা কী পেয়ে থাকে? ১  
খ. ব্যবসায়ের মোট মূলধন বলতে কী বোঝ? ২  
গ. সান সিটি কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ধারণ কর। ৩  
ঘ. সান সিটি কোম্পানি প্রতিটি শেয়ারের বাজার মূল্য ইস্যুকৃত মূল্যের সমান নির্ধারণ করলে শেয়ার ব্যয়ে কী পরিবর্তন আসবে বলে তুমি মনে কর? ৪

**প্রশ্ন-১৬ ▶** জীবন ড্রিংকস লিঃ-এর পরিশোধিত মূলধন ৫ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ার মূলধন ২ কোটি, ৮% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ২ কোটি এবং অবশিষ্ট ১২% ঋণ মূলধন। ২০১৩ সালে কোম্পানি শেয়ার প্রতি ১০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের এবং তা প্রতিবছর ৫% বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কোম্পানি তার মোট মুনাফার বৃহৎ একটি অংশ দ্বারা ঋণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

- ক. কোন শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করা জটিল কাজ? ১  
খ. মূলধন কাঠামো নির্বাচনে মূলধন ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২  
গ. জীবন ড্রিংকস লি. এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. মুনাফা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা কোম্পানির জন্য লাভজনক হবে কিনা, তা মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন-১৭ ▶** আরমান কোং লি. ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোম্পানি তাই ১০০ টাকা লিখিত মূল্যের ১২% অগ্রাধিকার শেয়ার বাজারে বিক্রি করে কোম্পানি ৮৫০ টাকা পাওয়ার প্রত্যাশা করছে। কোম্পানির কাছে যমুনা ব্যাংক থেকে ১৫% ঋণ গ্রহণের মতো একটি বিকল্প পথও রয়েছে। কোম্পানির অর্থ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপক বলেন, ‘যেহেতু অগ্রাধিকার শেয়ারে মূলধন খরচ ১২% এবং ঋণ মূলধন খরচ ১৫%। কোম্পানির উচিত অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করা।’

- ক. করযোগ্য মুনাফা কী? ১  
খ. ঋণ মূলধন সংগ্রহ করলে করের সুবিধা পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. আরমান কোং লি. এর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. কোম্পানির অর্থ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপকের বক্তব্য কতটা সঠিক তা মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন-১৮ ▶** হুমায়ুন পাবলিকেশন্স লি.-এর প্রকাশনা কার্যক্রম চালু করার জন্য ১৫ লব টাকা প্রয়োজন। কোম্পানি ১০ লব টাকা শেয়ার বিক্রয় এবং ৫ লব টাকা ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। শেয়ার মালিকদের ১২% লভ্যাংশ দিতে হবে এবং ব্যাংককে ১৪% সুদ দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানটি বছর শেষে ২০% মুনাফা অর্জন করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করছে।

- ক. কখন বন্ডের বাজার মূল্য কমে? ১  
খ. সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় কী? ২  
গ. হুমায়ুন পাবলিকেশন্স লি. এর মূলধন খরচ নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. হুমায়ুন পাবলিকেশন্স লি.-এর মূলধনী ব্যয় নির্ণয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন-১৯ ▶** মিতা পরাস্টিক কোম্পানি লি. এর শেয়ার মূলধন ৫০ কোটি টাকা, ঋণ মূলধন ৩০ কোটি টাকা ও অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ২০ কোটি টাকা। ঋণকৃত মূলধনের সুদের হার ১৭% ও অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশের হার ১৮%। সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য যথাক্রমে ২৮৫ ও ১২৫ টাকা। কোম্পানিটি বর্তমান বছরে শেয়ার মালিকদের প্রতি শেয়ারে ১৭ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং কোম্পানি কর্তৃক অতীতে প্রদত্ত লভ্যাংশ ৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর হার ৩০%।

- ক. আদর্শ বিচ্যুতি কী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়? ১  
খ. শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধির সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. মিতা পরাস্টিক কোম্পানির গড় মূলধনী ব্যয় নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. মিতা পরাস্টিক কোম্পানি লি.-এর ব্যবসায়ের মূলধনী ব্যয় হলো শেয়ার মূলধন ও ঋণ মূলধনের গড়-উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-২০ ▶** চন্দ্রবিন্দু ফ্যাশন হাউজের মালিক রাতুল, ফ্যাশন হাউজ পরিচালনার জন্য ১০ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এবেত্রে ব্যাংক ১২% সুদ ধার্য করে। রাতুল বছর শেষে ২০% মুনাফা অর্জন করে। এ আয়ের জন্য তাকে ১০% হারে কর প্রদান করতে হয়।

- ক. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়? ১  
খ. অগ্রাধিকার শেয়ার বলতে কী বোঝ? ২  
গ. চন্দ্রবিন্দু ফ্যাশন হাউজের মূলধন খরচ কত হবে? ৩  
ঘ. যদি কর হার ১৫% হয় তাহলে চন্দ্রবিন্দু ফ্যাশন হাউজের মূলধন খরচের ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-২১ ▶** বিআরবি কেবলস কোম্পানি লি. প্রতিটি ১,০০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ার ইস্যু করেছে। কোম্পানির লভ্যাংশ গড়ে ৫% বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির সর্বশেষ প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ ৫০ টাকা।

- ক. সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বছর কী প্রদান করা হয়? ১  
খ. ঝুঁকি বহুবিধকরণ বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. বিআরবি কেবলস কোম্পানি লি.-এর ইস্যুকৃত শেয়ার ব্যয় নির্ধারণ কর। ৩  
ঘ. বিআরবি কেবলস কোম্পানি লি. কী ধরনের শেয়ার ইস্যু করেছে বলে তোমার মনে হয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**প্রশ্ন-২২ ▶** সারণী লব করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

কোম্পানি	সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় (%)
----------	-------------------------------

	২০১৩	২০১৪	২০১৫
জি.এম কোং লি.	৯.০৯	১০.০৯	১১.০৯
মেস্স কোং লি.	১৪.৫	১৪.৭৫	১৭.১

- ক. সংশ্লিষ্ট আয় কিসের উৎস? ১  
খ. শেয়ারের বাজার মূল্য ২২০ টাকা এবং বছর শেষে ২০ টাকা লভ্যাংশ ঘোষিত হলে শেয়ার মূলধন ব্যয় কিরূপ হবে? ২  
গ. মেস্স কোম্পানি লি. সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? ৩  
ঘ. জি.এম কোম্পানির অনুসৃত সাধারণ মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের পদ্ধতি বাস্তবে কী বেশি ব্যবহার হয়? তোমার মতামত তুলে ধর। ৪

**প্রশ্ন-২৩ ▶** নিম্নের সারণী হতে প্রশ্নের উত্তর দাও :

কোম্পানি	মূলধন		মোট মূলধন (%)
	শেয়ার (%)	ঋণ (%)	
M	৩০	৭০	১০০
N	৪৫	৫৫	১০০
O	৪০	৬০	১০০

- উল্লেখ্য যে, কোম্পানি তিনটি X, Y ও Z ব্যাংক থেকে ১৫% ঋণ নেয় এবং ইকুইটি প্রত্যাশিত ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১২%, ১০% ও ১৫%।  
ক. কোম্পানির মূলধনের বৃদ্ধি বৃদ্ধি অংশকে কী বলে? ১  
খ. করপূর্ব ঋণ মূলধন খরচ ১৫% কে করহার ৩০% দিয়ে সমন্বয় করলে ঋণ মূলধন খরচে কী পরিবর্তন আসবে? ২  
গ. সারণীতে উল্লিখিত কোন কোম্পানির মূলধন ব্যয় সর্বনিম্ন? ৩  
ঘ. উদ্দীপকটিতে উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর মূলধন মিশ্রণ নির্বাচন করার বেঞ্চে ব্যয়ের তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন-২৪ ▶** লোপা কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য ১২৫ টাকা। কোম্পানিটি ৩১/১২/২০১৫ তারিখে প্রতি শেয়ারে ১২ টাকা করে লভ্যাংশ দেয়। কোম্পানির লভ্যাংশ গড়ে ৭% বৃদ্ধি পায়। ৫ম বছরে কোম্পানি তার লাভের ৫০ লাখ টাকার মধ্যে ৩০ লাখ টাকা সংরক্ষণ করে। যা অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ২৭% লাভ করতে পারতো।

- ক. ওয়ুধের দোকানের মূলধনের প্রধান উৎস কোনটি? ১  
খ. মূলধন মিশ্রণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. লোপা কোম্পানির ৩য় বছরের মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. লোপা কোম্পানি ৫ম বছরে ২০% সংরক্ষিত আয় হিসেবে সংগ্রহ করায় এর সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-২৫ ▶** রিফাত এন্ড কোং এর প্রতিটি ১২০ টাকা দরে ৫,০০০টি সাধারণ শেয়ার যা প্রতিটি ১১৫ টাকায় বিক্রয় করা যায়। প্রতিটি ১২৫ টাকা মূল্যের ৩,৬০০টি অগ্রাধিকার শেয়ার, যা বাজারে ৪,৩২,০০০ টাকায় বিক্রয় করা যায়। ১২% ঋণ মূলধন ৪.৫০ লাখ টাকা। কোম্পানি এ বছর সাধারণ ও অগ্রাধিকার শেয়ারে লিখিত মূল্যের ওপর শেয়ার প্রতি যথাক্রমে ১০% ও ১২% লভ্যাংশ প্রদান করে। সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রত্যেক বছর ৪% হারে বৃদ্ধি পাবে। কর হার ৪০%।

- ক. কোন মূলধন ব্যয় নির্ধারণের একক কোনো পদ্ধতি নেই? ১  
খ. শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. রিফাত এন্ড কোং-এর সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় ও অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. রিফাত এন্ড কোং-এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর। ৪



## অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-২৬ ▶** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব লিটন একজন আমদানিকারক। গত বছর তার ব্যবসায় অধিক মুনাফা হওয়ায় তিনি তার মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ ১৫,০০,০০০ টাকা তরী শিপিং এজেন্সিতে বিনিয়োগ করে। তরী শিপিং এজেন্সির আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে দেখে যে, এর শেয়ারের বহির্মূল্য ও ইস্যু যথাক্রমে ৮৫ ও ৯০ টাকা এবং প্রবৃদ্ধি হার ৫.৩২%। এক বছর পরে শরীফ তার বিনিয়োগ হতে শেয়ার প্রতি ৮ টাকা লভ্যাংশ প্রত্যাশা করছে। অধ্যায় ৫ ও ৬।

- ক. চলতি খরচ কাকে বলে? ১  
খ. পণ্য বৈচিত্র্যায়ণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. জনাব লিটন তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের কারণে কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তরী শিপিং এজেন্সির মূলধন ব্যয় কত হবে তা নিরূপণ কর। ৪

### ▶▶ ২৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে যে খরচ হয় তাকে চলতি খরচ বলে।  
খ. ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য চলমান পণ্যের পাশাপাশি নতুন পণ্য বাজারে ছাড়ার কৌশলকে পণ্য বৈচিত্র্যায়ণ বলে। পণ্য বৈচিত্র্যায়ণের জন্য নতুন পণ্যের আয়ুস্কাল, পণ্যের উৎপাদন খরচ, বাজার চাহিদা, পরিচালনা খরচ ও সম্ভাব্য আয় প্রাক্কলন করে

সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পণ্যের বৈচিত্র্য প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ী অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

- গ. অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করে বিনিয়োগ করায় জনাব লিটন ব্যবসায়িক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রকম পরিচালনা ব্যয় সৃষ্টি হয়। যেমন : কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের বেতন, অফিস ভাড়া, বিমা খরচ ইত্যাদি। এসব পরিচালনা খরচ পরিশোধের অবমতা থেকে ব্যবসায়িক ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে জনাব লিটন তার ব্যবসায়ের মুনাফার সম্পূর্ণ টাকা বিনিয়োগ করে তরী শিপিং এজেন্সির শেয়ার ক্রয় করেছেন। অর্থাৎ শেয়ারে বিনিয়োগ করার অর্থায়নে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব বা অভ্যন্তরীণ উৎস ব্যবহার করেছেন। এতে তার পুরনো ব্যবসায়ের অর্থ সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এখন যদি কোনো কারণ বশত তার আমদানি ব্যবসায়ের পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহলে সে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে যাবে। কারণ তার কাছে এখন কোনো অতিরিক্ত অর্থ জমা নেই।

সুতরাং, জনাব লিটনের ব্যবসায়ের সকল মুনাফা তরী শিপিং এজেন্সিতে বিনিয়োগের কারণে তার ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

- ঘ. তরী শিপিং এজেন্সির মূলধন ব্যয় নির্ণয় করার জন্য স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধির সূত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন।  
আমরা জানি,



সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় =  $\frac{\text{লভ্যাংশ}_3}{\text{শেয়ারমূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধির হার}$   
 এখানে, লভ্যাংশ<sub>৩</sub> = ৮  
 শেয়ারমূল্য<sub>০</sub> = ৯০  
 বৃদ্ধির হার = ০.০৫৩২

∴ সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় =  $\frac{৮}{৯০} + ০.০৫৩২$   
 = ০.০৮৯ + ০.০৫৩২  
 = ০.১৪২২  
 = ১৪.২২%

সুতরাং, তরী শিপিং এজেন্সির মূলধন ব্যয় ১৪.২২%।



## অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন ১১ ৥ মূলধন ব্যয় কী?**

উত্তর : বিভিন্ন উৎস হতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে যে ব্যয় হয় তাকে মূলধন ব্যয় বলে।

**প্রশ্ন ১২ ৥ কাম্য ঋণনীতি বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : কাম্য ঋণনীতি বলতে প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের কত অংশ ধার বা ঋণ থেকে সংগ্রহ করা হয় তাকে বোঝায়। কাম্য ঋণনীতি প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোর জন্য ঋণের এমন এক পরিমাণকে নির্দেশ করে যে পরিমাণে ঋণ নিলে প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি কাম্য ঋণনীতি থাকে।

**প্রশ্ন ১৩ ৥ মূলধন মিশ্রণ বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস থেকে সংগ্রহ করে। এসব দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের মধ্যে ঋণ মূলধন, অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন, সাধারণ শেয়ার মূলধন এবং সঞ্চিত আয় অন্যতম। প্রতিষ্ঠানের

মোট মূলধনে এ উৎসগুলোর সর্গমিশ্রণকেই মূলধন মিশ্রণ বলা হয়। অর্থাৎ মূলধন গঠনের জন্য যখন একাধিক উৎস আনুপাতিক হারে ব্যবহার করা হয় এবং সব উৎসের মূলধন মিলে তখন মূলধন মিশ্রণ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন ১৪ ৥ কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়ের সূত্রটি লিখ।**

উত্তর : কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়ের সূত্রটি হলো :

কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয় = করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় × (১ - কর হার)

**প্রশ্ন ১৫ ৥ সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয় ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : প্রতি বছরের অর্জিত মুনাফা কোম্পানি শেয়ার লভ্যাংশ হিসেবে পুরোটা বণ্টন না করে কিছু অংশ সঞ্চিত করলে এর একটি সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হয়। কারণ এতে বিনিয়োগকারীরা অন্য কোথাও লভ্যাংশের টাকা বিনিয়োগ করা থেকে বঞ্চিত হন। অন্যত্র বিনিয়োগে প্রাপ্ত আয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই সঞ্চিত আয়ের সুযোগ ব্যয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### ● ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■ ●

**প্রশ্ন ১১ ৥ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয়কে কী বলে?**

উত্তর : বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয়কে মূলধন ব্যয় বলে।

**প্রশ্ন ১২ ৥ কোনটির কারণে তহবিলের বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় অসমান হয়?**

উত্তর : তহবিলের যোগান দাতাদের প্রত্যাশিত আয়ের ভিন্নতার কারণে তহবিলের বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় অসমান হয়।

**প্রশ্ন ১৩ ৥ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনটি জানা আবশ্যিক?**

উত্তর : বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূলধনী খরচ জানা আবশ্যিক।

**প্রশ্ন ১৪ ৥ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন তহবিল প্রয়োজন?**

উত্তর : দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ১৫ ৥ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে কে?**

উত্তর : শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

**প্রশ্ন ১৬ ৥ কোন ধরনের বিনিয়োগে প্রত্যাশিত আয়ের হার বেশি হয়?**

উত্তর : ঋণপূর্ণ বিনিয়োগে প্রত্যাশিত আয়ের হার বেশি হয়।

**প্রশ্ন ১৭ ৥ কোম্পানি কোনটি বিক্রি করে ঋণ মূলধনের সংস্থান করতে পারে?**

উত্তর : কোম্পানি বন্ড ও ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে ঋণ মূলধনের সংস্থান করতে পারে।

**প্রশ্ন ১৮ ৥ করযোগ্য মুনাফা কী?**

উত্তর : করযোগ্য মুনাফা হলো করপূর্ব মুনাফা বাদ ঋণের সুদ।

**প্রশ্ন ১৯ ৥ কোন তহবিল উৎস ব্যবহারে কোম্পানিকে কম কর দিতে হয়?**

উত্তর : ঋণ উৎস ব্যবহারে কোম্পানিকে কম কর দিতে হয়।

**প্রশ্ন ১০ ৥ প্রতিষ্ঠানের কর কোন মূলধন ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করা হয়?**

উত্তর : প্রতিষ্ঠানের কর ঋণ মূলধন ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করা হয়।

**প্রশ্ন ১১ ৥ কোম্পানি কখন অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দিয়ে থাকে?**

উত্তর : কোম্পানি পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করলে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দিয়ে থাকে।

**প্রশ্ন ১২ ৥ কোন লভ্যাংশ নির্ধারণ করা জটিল কাজ?**

উত্তর : ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ নির্ধারণ করা জটিল কাজ।

**প্রশ্ন ১৩ ৥ ঋণ মূলধনের প্রধান উৎস কোনটি?**

উত্তর : ঋণ মূলধনের প্রধান উৎস হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ঋণ।

**প্রশ্ন ১৪ ৥ ওয়ুধের দোকানের মূলধনের প্রধান উৎস কোনটি?**

উত্তর : ওয়ুধের দোকানের মূলধনের প্রধান উৎস হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

**প্রশ্ন ১৫ ৥ শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি কিসের পদ্ধতি?**

উত্তর : শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি একটি মূলধন ব্যয় নির্ণয় পদ্ধতি।

**প্রশ্ন ১৬ ৥ অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় কিসের ওপর নির্ভর করে?**

উত্তর : শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের ওপর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ভর করে।

**প্রশ্ন ১৭ ৥ কোন পদ্ধতিতে প্রতিবছরে লভ্যাংশের পরিমাণ অসমান হয়?**

উত্তর : স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে লভ্যাংশের পরিমাণ অসমান থাকে।

**প্রশ্ন ১৮ ৥ শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের পরিবর্তন হবে না কোন পদ্ধতিতে?**

উত্তর : শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের পরিবর্তন হবে না।

**প্রশ্ন ১৯ ॥ কখন বন্ডের বাজার মূল্য কমে?**

**উত্তর :** বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বন্ডের মূল্য হ্রাস পায়।

**প্রশ্ন ২০ ॥ কাম্য ঋণনীতি কী?**

**উত্তর :** কাম্য ঋণনীতি বলতে প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের কত অংশ ধার বা ঋণ থেকে সংগ্রহ করা হবে তাকে বোঝায়।

**প্রশ্ন ২১ ॥ মোট মূলধন কী?**

**উত্তর :** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালিকদের ইকুইটি অংশ এবং ঋণ এই দুটির যোগফলই মোট মূলধন।

**প্রশ্ন ২২ ॥ শেয়ারের মূলধন ব্যয় কী?**

**উত্তর :** বিনিয়োগকারীদের বা শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিজনিত লাভ থেকে প্রত্যাশিত আয়ের হার হলো শেয়ার মূলধন ব্যয়।

**প্রশ্ন ২৩ ॥ সুযোগ ব্যয় কী?**

**উত্তর :** দুটি প্রকল্প থেকে কোনো একটি প্রকল্প গ্রহণ এবং অন্যটি বর্জন করলে, বর্জনকৃত ব্যয় হতে যে সুবিধা পাওয়া যেত তা ঐ প্রকল্পটির সুযোগ ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

## ● ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■ ●

**প্রশ্ন ১ ॥ ঋণ মূলধন ব্যয় থেকে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় আলাদা কেন?**

**উত্তর :** ঋণ মূলধন ব্যয় থেকে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় আলাদা। কারণ ঋণ মূলধন ব্যয় হিসেবে সুদ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় হিসেবে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। ঋণ মূলধন ব্যয় নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন ২ ॥ অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ভর করে শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের ওপর, ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মূলধন সরবরাহকারীরা সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ পেয়ে থাকে। অন্যদিকে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকরা নির্দিষ্ট হারে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। তবে কোম্পানি সবসময় অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না। কোম্পানি যখন পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করে তখন সাধারণ শেয়ার মালিকদের পূর্বে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকরা নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পেয়ে থাকে। অতএব বলা যায়, অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ভর করে শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের ওপর।

**প্রশ্ন ৩ ॥ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক থেকে ১৮% সুদের হারে ৫০ লব টাকা ঋণ নিয়ে একটি কারখানা দেয়। কারখানাটি চালু করার পর দেখা গেল কারবারটি ১০% হারে আয় করতে পারছে, যা সোনালী ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ ১৮% সুদের হার থেকে কম। ফলে প্রতিষ্ঠানটি সোনালী ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় কারবারটি ব্যর্থ হবে। সুতরাং মূলধনী খরচ জেনে তা অপেক্ষা বেশি লাভ করা সম্ভব এমন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যিক। অতএব বলা যায়, সঠিক মূলধনী খরচ নির্ণয় সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

**প্রশ্ন ৪ ॥ স্থির হার লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির অনুমিত শর্তগুলো লেখ।**

**উত্তর :** যে শেয়ার বিনিয়োগকারীকে লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে ও অবসায়নের সময় মূলধন প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করে তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। যেসব বিনিয়োগকারী শেয়ার বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয় প্রত্যাশা করে তাদের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার উপযুক্ত।

**প্রশ্ন ৫ ॥ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কী?**

**উত্তর :** সাধারণ পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে ঝুঁকি কম থাকে। তবে অধিক মেয়াদি বিনিয়োগে মূলধনের প্রয়োজনও অত্যধিক হয়।

**প্রশ্ন ৬ ॥ শূন্য ও স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির ভিন্নতা সম্পর্কে লেখ।**

**উত্তর :** শূন্য ও স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে লভ্যাংশের পরিমাণ সমান থাকে। অপরদিকে স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে লভ্যাংশের হার সমান থাকে না। প্রতি বছর তা একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

**প্রশ্ন ৭ ॥ কাম্য ঋণনীতি সম্পর্কে লেখ।**

**উত্তর :** প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অর্থায়নের জন্য যে নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে মূলধন সংগ্রহ করে ঋণকৃত মূলধনের ভারসাম্য রবা করা হয় যাতে করে প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়ে না তাকে কাম্য ঋণনীতি বলে।

**প্রশ্ন ৮ ॥ প্রত্যাশিত আয়ের হার বলতে কী বোঝ?**

**উত্তর :** একজন বিনিয়োগকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্রে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সেই প্রতিষ্ঠানকে মূলধন গঠনে সহায়তা করে। বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ বা সুদ প্রত্যাশা করে। বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশিত এরূপ সুদ বা লভ্যাংশকে প্রত্যাশিত আয় হার বলে।

**প্রশ্ন ৯ ॥ করযোগ্য মুনাফা বলতে কী বোঝ?**

**উত্তর :** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করার জন্য পরিচালিত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা অর্জন করার পাশাপাশি সরকারকে কর প্রদান করতে হয়। এ কর নির্ধারণ করার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে মুনাফাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে তাকে করযোগ্য মুনাফা বলে।

**প্রশ্ন ১০ ॥ করপূর্ব মুনাফা সম্পর্কে লেখ।**

**উত্তর :** সরকারকে নির্দিষ্ট কর প্রদানের পূর্বে মোট মুনাফা থেকে সর্বল ব্যয় বাদ দিয়ে নিট মুনাফা নিরূপণ করা হয়। নিট মুনাফা হতে কর বাদ দেয়ার পূর্বে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে মুনাফা থাকে তাকে করপূর্ব মুনাফা বলে।



## গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান



**প্রশ্ন ১ ॥** মুন কোম্পানি ৮ শতাংশ অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে। প্রতিটি শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০০ টাকা এবং বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ৯০ টাকা। মুন কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ধারণ কর।

[বরু-বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট; পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা; ফেনী সরকারি পাইলট হাইস্কুল]

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} &= \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত ব্যয়}} \times ১০০ \\ &= \frac{৮}{৯০} \times ১০০ \text{ [এখানে, শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ} = ১০০ \times ৮\% = ৮ \text{ টাকা।} \\ &= ৮.৮৯\% \text{ (প্রায়)।}\end{aligned}$$

প্রশ্ন ১২ ১ সান সিরামিকস শেয়ার বাজারে একটি নিবন্ধিত কোম্পানি। বর্তমানে সান সিরামিকসের প্রতিটি শেয়ারের বাজার মূল্য ২১৫ টাকা। জনাব শফিক সান সিরামিকসের ৫০০ শেয়ার ক্রয় করেন। সান সিরামিক এ বছর শেয়ার প্রতি ১২ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করে। সান সিরামিকসের প্রতিটি শেয়ারের পুস্তক মূল্য হলো ১২০ টাকা এবং শফিক সাহেব আশা করছেন সান সিরামিকস ভবিষ্যতেও একই হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে। সান সিরামিকের মূলধন ব্যয় কত হবে নির্ণয় কর। জনাব শফিক যদি ২৫% হারে লভ্যাংশ পেতে চান তাহলে সান সিরামিকসকে শেয়ার প্রতি কত টাকা লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে নির্ণয় কর।

[নড়াইল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

সমাধান :

সান সিরামিকের মূলধন ব্যয় নির্ণয় :

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left( \frac{\text{লভ্যাংশ}_y}{\text{শেয়ার মূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধির হার} \right) \times ১০০$$

এখানে,

$$\text{বৃদ্ধির হার} = \frac{১২}{১২০} = ১০\%$$

$$\begin{aligned}\text{লভ্যাংশ}_y &= \text{লভ্যাংশ}_0 (১ + \text{বৃদ্ধির হার}) \\ &= ১২ (১ + ১০\%) \\ \text{শেয়ার মূল্য} &= \text{বর্তমান শেয়ারের বাজারমূল্য} \\ &= ২১৫ \text{ টাকা।}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} &= \left\{ \frac{১২(১ + ০.১০)}{২১৫} + ০.১০ \right\} \times ১০০ \\ &= \left( \frac{১৩.২}{২১৫} + ০.১০ \right) \times ১০০ = (০.০৬১৪ + ০.১০) \times ১০০ = ১৬.১৪\% \text{ (প্রায়)।}\end{aligned}$$

জনাব শফিক যদি ২৫% হারে লভ্যাংশ পেতে চান তাহলে সান সিরামিকসকে শেয়ার প্রতি =  $১২০ \times ২৫\% = ৩০$  টাকা লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন ১৩ ১ রিফাত এন্ড কোং-এর প্রতিটি ১২০ টাকা দরে ৫,০০০টি সাধারণ শেয়ার যা প্রতিটি ১১৫ টাকায় বিক্রয় করা যায়। প্রতিটি ১২৫ টাকা মূল্যের ৩,৬০০টি অগ্রাধিকার শেয়ার, যা বাজারে ৪,৩২,০০০ টাকায় বিক্রয় করা যায়। ১২% ঋণ মূলধন ৪.৫০ লাখ টাকা। কোম্পানি এ বছর সাধারণ ও অগ্রাধিকার শেয়ারে লিখিত মূল্যের ওপর শেয়ার প্রতি যথাক্রমে ১০% ও ১২% লভ্যাংশ প্রদান করে। সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রত্যেক বছর ৪% হারে বৃদ্ধি পাবে। কর হার ৪০%। রিফাত এন্ড কোং-এর সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় ও অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর এবং রিফাত এন্ড কোং-এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় কর।

[গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনা]

সমাধান :

রিফাত এন্ড কোং এর সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left( \frac{\text{লভ্যাংশ}_y}{\text{শেয়ার মূল্য}_0} + \text{বৃদ্ধির হার} \right) \times ১০০$$

এখানে,

$$\begin{aligned}\text{লভ্যাংশ}_y &= \text{লভ্যাংশ}_0 (১ + \text{বৃদ্ধির হার}) & [\text{লভ্যাংশ}_0 &= ১২০ \times ১০\% = ১২ \text{ টাকা}] \\ &= ১২ (১ + ০.০৪) \\ &= ১২.৪৮ \text{ টাকা।}\end{aligned}$$

$$\text{শেয়ার মূল্য}_0 = \text{বর্তমান বাজার মূল্য} = ১১৫ \text{ টাকা।}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} &= \left( \frac{১২.৪৮}{১১৫} + ০.০৪ \right) \times ১০০ \\ &= (০.১০৮৫ + ০.০৪) \times ১০০ \\ &= ১৪.৮৫\% \text{ (প্রায়)।}\end{aligned}$$

অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$$

এখানে,

শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ =  $125 \times 12\% = 15$  টাকা।

শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ =  $(8,32,000 \div 3600) = 120$  টাকা।

$$\therefore \text{অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \frac{15}{120} \times 100$$

$$= 12.5\% \text{ (প্রায়)}$$

রিফাত অন্ত কোং এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় :

$$\text{কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়} = 12\% (1 - 0.80)$$

$$= 12\% \times 0.20 = 2.4\%$$

উল্লিখিত মূলধনসমূহ হলো :

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন} = (120 \times 5,000) = 6,00,000$$

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন} = (125 \times 3,600) = 4,50,000$$

$$\text{ঋণ মূলধন} = 8,50,000$$

সর্বমোট মূলধনের ওপর প্রতিটি উৎসের অংশ নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
সাধারণ শেয়ার	6,00,000	18.85%	$\frac{6,00,000}{15,00,000} = 0.8$
অগ্রাধিকার শেয়ার	4,50,000	12.50%	$\frac{4,50,000}{15,00,000} = 0.3$
ঋণ মূলধন	8,50,000	9.20%	$\frac{8,50,000}{15,00,000} = 0.3$
মোট	15,00,000		

$$\therefore \text{গড় মূলধন ব্যয়} = (0.1885 \times 0.8) + (0.125 \times 0.3) + (0.092 \times 0.3)$$

$$= 0.0598 + 0.0375 + 0.0276$$

$$= 0.1249 = 12.49\% \text{ (প্রায়)}।$$

প্রশ্ন ৯ ৯ রামীম লি.-এর মোট মূলধন ৩,৭০,০০০ টাকা। সাধারণ শেয়ারের ব্যয় ২০%, অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় ১০%, ঋণপত্রের ব্যয় ৯%, সংরক্ষিত তহবিলের ব্যয় ১৫%। মোট মূলধনের বিভিন্ন উৎসের স্তর বিন্যাস নিম্নরূপ :

উৎস	পরিমাণ (টাকায়)
সাধারণ শেয়ার	1,50,000
অগ্রাধিকার শেয়ার	1,00,000
ঋণপত্র	50,000
সংরক্ষিত তহবিল	70,000

কর হার ৫০%

রামীম লি.-এর মোট মূলধনের প্রতিটি উৎসের অনুপাত নির্ণয় কর এবং গড় মূলধনী ব্যয় কত হবে তা নির্ণয় কর।

রামীম-এর মোট মূলধনের প্রতিটি উৎসের অনুপাত নির্ণয় :

তহবিলের উৎস	মূলধন	ব্যয়ের হার	মোট মূলধনের অংশ
সাধারণ শেয়ার	1,50,000	২০%	$\frac{1,50,000}{3,70,000} = 0.405$
অগ্রাধিকার শেয়ার	1,00,000	১০%	$\frac{1,00,000}{3,70,000} = 0.270$
ঋণ মূলধন	50,000	৯%	$\frac{50,000}{3,70,000} = 0.135$
সংরক্ষিত তহবিল	70,000	১৫%	$\frac{70,000}{3,70,000} = 0.190$
মোট	3,70,000		

$$\therefore \text{গড় মূলধন ব্যয়} = (0.20 \times 0.405) + (0.10 \times 0.270) + (0.09 \times 0.135) + (0.15 \times 0.190)$$

$$= 0.081 + 0.027 + 0.01215 + 0.0285$$

$$= 0.14865 = 14.87\% \text{ (প্রায়)}।$$